

ৰূপণের ধন !

(প্রমোদ-প্রহসন ।)

THE MISER'S MISERY.

A Farcical Comedy.

(১৩০৭ সাল—১৩ই জ্যেষ্ঠ, শনিবার)

ফাঁর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ ।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কালকাতা

১৩২৭ ।

Price 8 annas only.

মূল্য ৯০ আনা মাত্র ।



চতুর্থ সংস্করণ ।

কলিকাতা,
১৭ নং হরি ঘোষের হ্রীট.
“সিক্কেস্বর প্রেস”
প্রিন্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ

পাত্র-পাত্রীগণ ।

পুরুষ ।

এধর হালদার	রূপণ গৃহস্থ ।
খুড়ো	জনৈক ধড়ীবাজ অথচ সংলোক ।
খ	শিক্ষিত যুবক ।
প রাহিত ।		
	...	হলধরের ভৃত্য ।



স্ত্রী ।

সংঘ	হলধরের স্ত্রী ।
কুতল	হলধরের ভাগিনেরী ।
ইচ্ছা	বাড়ীওয়ালী ।

ভিখারী ও তাহার কন্যা এবং প্রতিবেশিনীগণ ।

রূপণস্য ধনং !

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

রাজপথ ।

প্। লে লে বাবা—লে লে, কুচ্ পরোয়া নেই, ভগবান্ তেরা
ভালা করে। ব্রাহ্মণের ধন নিয়ে খুসি হ'লি, স্বাচ্ছা বাবা
হ'গে যা; উড়িয়ে দেবে,—দেবে না জান্লে কোন্ শালা
রাখ্তো; জিনিসগুলোকে জিনিসগুলো গচ্ছা গেল, তার
উপর দেখছি আজ আর অন্যের উপায় নেই। প্রাতঃকালে
মহাপুরুষের মুখদর্শন। আজ যে কোথাও জুটবে, তা আর
বোধ হ'চ্ছে না। গেরো গেরো, চৌধুরীবাঁবুদের বাড়ীতে
রেখে গেলেই হ'তো; ভাবলুম ওদের সব দিলদরিয়া কার-
খানা, আপনাদেরই সব ভাল ভাল জিনিস যে পাচ্ছে লুটে
নিচ্ছে, তা আবার আমার বাক্স সামলাবে! আহা মা ছুট-

সরস্বতী কি বুদ্ধিই দিয়েছিলে ! ডাইনের কোলে পো সমর্পণ
হলধর হালদার—ভূর্গা ভূর্গা ! না আজ আর আহার হবে না
ইষ্টদেবতার নাম ভুলে গিয়ে আঁটকুড়ীর-বেটার নামই মনে
আসছে ।

মন্মথের প্রবেশ ।

মন্মথ । আরে কেও, মধুখুড়ো বে, ফিরলে কবে ?

মধু । আরে কেও, মাষ্টার মন্মথলাট ? কাল ফেরা গেছে, সকাল
বেলাই হাবড়ায় ডেলেভার হ'য়েছি ।

মন্মথ । তবে কেমন বেড়ালে-চ্যাড়ালে বল ?

মধু । গয়া, কান্দী, বৃন্দাবন, অঞ্চলে খুব বেড়ান গেল ; এখন
কলকাতার এসে চ্যাড়াচ্ছি ।

মন্মথ । চলচ্ছ কি রকম ?

মধু । আর সে কথায় কাজ কি ! এখন তোমার খবর কি বল ।
লেখাপড়া টেখাপড়া কিছু সুরু ক'রেছ ?

মন্মথ । পড়া শুনা একটু যায় বইকি ।

মধু । সে পড়া নয় সে পড়া নয়, নেশা-ভাঙ কিছু সুরু ক'লে ?

মন্মথ । নেশা না ক'লে বুকি খুড়োর কাছে লেখাপড়া হয় না ?

মধু । হর্স-এগু—ঘোড়ার ডিম ! কিছু না বাবা কিছু না ; যদি
মাহুঘ হ'তে চাও,—পাঠশালে তামাক পাও, স্কুলে চরশ
কালেজে ছইখি, বিষয়কর্মে গাঁজা, ইমসলভেন্টে গুলি, তার

পর চণ্ডু টেনে সমাধিতে গিয়ে ব'স। আর না হয় বরবাদ যাও, ষ্টুপিড-ফুল নিষ্করী হ'য়ে থাক। আমার যদি একবার গভর্নমেন্ট জজ ক'রে দেয়, যে যে ব্যাটা না নেশা করে, সব বৃন্দাবনে ট্রান্সপোর্ট করি।

মন্থ। বৃন্দাবনে কি নেশা টেশার পাঠ নেই বুঝি ?

মধু। রামঃ! খালি ভাং খালি ভাং, একটা বদ্ বেয়ারাম জন্মে যায়; মৌও পর্যন্ত পাওয়া যায় না। তবে পতিত-পাবনী রেল-ঠাকুরাণী মথুরা ফুঁড়ে ব্রজধামে ঢুকেছেন; বাঙ্গালী-বাবুরাও চাকরী, ডাক্তারখানা, দর্জির-দোকান ক'ত্তে জুটেছে; একটু একটু সভ্যতার সহপায় বুঝি হয় হয় হ'য়েছে। তীর্থের টেকা বেনারসধাম, বাঁচাও! চরণ—আসল নেপালী, কচি আঁবের গন্ধ; গাঁজা নয়—যেন শ্রালের ল্যাজ; গুলি—তা কেলায় অত নেই, বেনারসী পেয়ারাপাতার-বাণ্ড; আর দশাশ্বমেধের ঘাট তো দশাশ্বমেধের ঘাট!—কলির অশ্বমেধ, চাটুঘো, বাঁড়ুঘো, চৌধুরী, মল্লিক প্রভৃতি শা ম'শাইরা বোতল-সাজান বারদোয়ারী খুলে ব'সে আছেন; তার উপর লালুয়া ঝণ্টুয়া ওগারা কালাল সাহেবরা মৌও চোলাই ক'চ্ছেন, ছ'পরসা বোতল—গরম গরম মেরে দাও; পাশেই অমনি ঝালদার পাঁঠার মিটুলিভাজা বিক্রী হ'চ্ছে; জর বিশ্বনাথ জী!

মন্থ। আচ্ছা মধুখুড়ো, কালীতে নাকি ভূমিকম্প হয় না ?

মধু । শালগ্রামের শোওয়া বসা বোঝবার তো যো নেই, সদাই পা টলছে, এর ভেতর ভুঁই কখন কাঁপলো বা ধামলো বোঝবার তো যো নেই বাবা ! এখন যাওয়া হ'চ্ছে কোথায় ?

মন্মথ । এঁা—এঁা—কোথাও নয়—কোথাও নয়, এই—এই—এইখানে ।

মধু । কি বাবা ঢোক গিল্ছো যে ? তবে দেখছি আমার কালেজের ষ্ট্ৰেডেন্ট হ'য়েছ । বহুত আচ্ছা বহুত আচ্ছা ! তা টেলিগ্রাফের বাবুর মত সকাল-বেলাই চ'লেছ যে ?

মন্মথ । না না খুড়ো, তুমি যা ভাব্ছো তা নয় । আমি এই এক-বার—একবার হলধর বাবুর বাড়ী যা'ব ।

মধু । হুর্গা ভুর্গা, আজ আর ব্রাহ্মণটাকে খেতে দিলে না ! কাশী গয়া মহিষ্ণি গাঁজার নামটাম ক'রে এক রকম শুধুরে আনছিলুম, আবার নিরুবাণ-আগুন জালিয়ে দিলে !

মন্মথ । তুমিও যেমন, নাম ক'লে খাওয়া হয় না, সিকি একটা কথা ! তুমি একটা সবলোট লোক হ'য়ে ওসব মান ?

মধু । না মেনে কি করি বাবা, কর্তা যে কাঁচা-থেকো দেবতা, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ ফল দেন ! চুলোয় থাক্গে, খাওয়া দাওয়া তো আজ হবেই না ; তা ওখানে যাওয়া হ'চ্ছে কেন ? কিছু গচ্ছিত রেখেছ, না সই ক'ত্তে সুর ক'রেছ ?

মন্মথ । না, তা—তা—তা নয়, একটু কাজ আছে ।

মধু । ওখানে আর কি কাজ বাবা ! বুকের পাটা তো তোমার খুব ; না খেয়ে মুখ দেখলে অন্ন হয় না, খেয়ে দেখলে অস্থলশূল হয় ! বিমলাবাননী স্ত্রদের ভাগাদা ক'ত্তে যেত একাদশীর দিন দেখে ; তোমার কিছু একটা মৎলব আছে বাবা !

মন্থ । আমার রোজ গিয়ে গিয়ে স'য়ে গেছে ।

মধু । রোজ যাও,—কি ক'ত্তে ?

মন্থ । আমি ওখানে পড়াই ।

মধু । গড়াও—কা'কে ? ফলনাহানদার কি পুঁথিপুঁথুর নিয়েছে নাকি ?

মন্থ । না না, আমি পড়াই—আমি পড়াই—

মধু । কি বাবা, ছাত্তের নাম মনে পড়ছে না, খুব ম্যাষ্টার তো ! কা'কে পড়াও ব'লে ফেল না ।

মন্থ । কু—কু—কু—

মধু । বাহবা লাট, কোকিল ডাকতে আরম্ভ ক'ল্লে যে !

মন্থ । না না গঁর ভাগ্নীকে পড়াই—কুন্তলাকে ।

মধু । ভাগ্নী !—যেটাকে খুবড়ো ক'রে রেখেছ ? সে যে মস্ত মাগী ; ভাল—ভাল, পোড়ো পেয়েছ ভাল, বেড়ে মজায় আছ ; তবে আমার ইষ্ট ডেন্ট হ'লে আরকি !

মন্থ । না না খুড়ো ওকথা নিয়ে তামাসা ক'রো না ।

মধু । ঈস্ ! পীরিত যে মাখামাখি দেখতে পাই, খুড়োর উপরেই পায়ের জালা ! কি বল তোমরা ?—জেলের কি, না জেলের

হাসি কি, তা বাবা আমার উপর কেন ? খুড়ো ব্যাটার তো ও রোগ নাই বরাবর জ্ঞান, নেশাটা ভাংটাই যা ।

মন্মথ । না না খুড়ো, সে অবলা-বালা !

মধু । তা আমি কি বলছি লড়ায়ে সেপাই ? অবলা-বালা না হ'লে কি পীরিত হবে ছোট আদালতের পিয়াদার সঙ্গে ! দেখ মন্মথ বাবাজী, এই খেলোয়াড়ের চেয়ে যে উপর চাল চালে তার নজর বেশী ; তোমার খুড়ী ম'রে অবোধ আমি বাবা কখন ছিপ্ হাতে করিনি, কিন্তু পরের ফাত্নায় বরানর দৃষ্টি রাখি ; এই যে পড়াও, কি মাহিনে পাও বল দেখি ?

মন্মথ । হলধব—

মধু । আরে দুর্গা দুর্গা ! হালদার ম'শাই ব'লেই বল না, কি এমন মধুর নাম যে না ক'লেই নয় ।

মন্মথ । আচ্ছা হালদার ম'শাই-ই গই, ঠিক ত চেন, উনি মাহিনে দিয়ে মাষ্টার রেখে ভাগ্নীকে পড়াবেন ?

মধু । এই দেখেছ বাবা, আমি গোড়ায় ধরোছ ; এ পড়ান নয়, প্রেমের পাঠশালে এ্যাপ্রেন্টিস্ খাট্‌ছো । তা বাবাজী, তুমি তো সৌন্দা আছ, সঁড়ঙ্কার খাতায়ও নাম লিখিয়েছ, কিছু তো মান টান না, যদি এতই মন প'ড়ে থাকে, কর্তাকে ব'লে বিয়ে ক'রে ফেলনা কেন ; দিন রাত পড়াবে,—বেয়্যারিংয়ে নিলেই ছেড়ে দেবে ।

মন্মথ । খুড়ো তুমি নেশা-ভাংই কর আর ধা'ই কর, তোমার মুখের

শামনে বল্বো কি তুমি বড় সাদা লোক, বড় পরোপকারী, পরের জঞ্জাই ঘুরে বেড়াও;—তোমায় সব খুলে বলি, কুস্তলাকে আমি বড় ভালবাসি, সেও বোধ হয় আমার ভালবাসে; তাই বলছি মধুখুড়ো, তোমার চের মংলব আসে, যদি আমার এই উপকারটা ক'ত্তে পার, ওই দুর্জনটাকে জব্দ ক'রে দিতে পার, তা হ'লে তোমায় আমি এল-এল-ডি টাইটেল দিই।

মধু। বডই ব'লেছ, আধবণ্টা হয়নি নিজেই জব্দ হ'য়ে আসছি, আমি আবার ওকে জব্দ ক'রবো! এই যে আমার নানান রকম বড়-বড় বাপের নাম শুনতে পাও, 'খাস বাপ হ'চ্ছেন কলনা-হালদার! সাতচল্লিশ বৎসর বয়স হ'য়েছে, হার মেনেছি দুজনের কাছে,—এক কানীষ গঙ্গাপুত্র, আর তোমায় প্রেমমন্ত্রীর মাতুল।

মন্ত্র। খুড়ো, তোমার সাতচল্লিশ বৎসর বয়স হ'য়ে' গেছে, তা বাবা যৌবন তো বেশ ঠিক রেখেছ, চুলে কলপ দাও না কি?

মধু। বাপধন! কলপ দিলে কি শমন তলপের দিন পেছিয়ে দেবে? একরকম তো মন্দ-বিধবা, তা'র উপর চিন্তা-ব্যাধি বড় বেশী নেই; তাই বুঝি এখনও কাল-দেব গোঁফে-চুলে কলি ফিকতে শুরু করেন নাই।

মন্ত্র। ঠিক ঠিক হেলথটা ভাল আছে; মোদাৎ হালদার ম'শাই তোমায় জব্দ ক'লে, কথটা কি রকম?

মধু। জব্দ ছাই—আমি শুজরেই আনিবে, থাকলেই বা কি

আর গেলেই বা কি ! সব বড়মানুষের বাড়ী হোটেল খোলা, সই কচ্ছি আর খাচ্ছি, বিল পাঠাবে যমালয় ! তবে আমি হেন লোকটা দিল্লী-লাহোর মেরে এলুম, বেটা ঠকিয়ে বাদর বানিয়ে দিলে, এইটে বড় দুঃখ !

মন্থ। তোমার ঠকালে কি রকম ?

মধু। গেরোর কথা কও কেন ? ব্রাহ্মণীর চিত্রিত খান দুচ্যাব সোণারূপো ছিল, লক্ষ্মীর হাঁড়ীর একটা রামচন্দ্রি মোহর আর চুঁচড়োর ছিরুবাবু দিয়েছিলেন, (সেইটেই আসল জিনিস) গাঁজা খাবার একটা চাঁদীর ক'লকে ; তা পশ্চিম যা'বার সময় মনে কল্লুম কোথা রেখে যাই,—কুপণ হোক যা হোক, বেটা সাবধানী লোক ; বাক্স-গুদু ওরই কাছে রেখে গেছলুম ; বেটা যে জোচ্ছোর, অতটা আমার ছাঁচ হয় নি ; আজ দেখা কল্লুম, বেটা পরিষ্কার ব'লে যে,— “আমার কাছে আবার কবে রেখে গেলে ?” রেগে-মেগে বল্লুম, “নে ব্যাটা পইচে খাড়ু, সব নে, ব্রাহ্মণীর সোণার নো গাছটা আর চাঁদীর ছিলমটা দে,” বেটা হা হা ক'রে হেসে ব'লে, “তোমার গাঁজার দোক্তা কম হ'য়েছে বুঝি ?”

মন্থ। বল দেখি খুড়ো, এ রকম লোককে জব্দ করা উচিত নয় ?

মধু। উচিত তো বটে রে বাবা,—কিন্তু জব্দ হয় কিসে, করে কে ?

মন্থ। তুমি মনে ক'লেই পার। দেখ খুড়ো, কত বড় অত্যাচার দেখ, ওই ভাষাটী—অনাথা ! ছেলেবেলার বাপ ম'রে

গিয়েছিল, পরে আমার সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ হয়, কিন্তু সেই সময়েই গুর মা'ও মারা গেলেন, মরবার সময় তিনি যৌতুকের জন্ত দশ হাজার টাকা আর বালিকাটাকে আপনার ঐ ভাইয়ের হাতে সমর্পণ ক'রে আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে ব'লে যান ; কিন্তু টাকা দিতে হবে ব'লে নরাদম গুর বিবাহ দিতে চায় না ; এদিকে হিঁড়ম্বানী দেখায়, কিন্তু গুর কোন ধর্ম-ভয় নেই : টাকা—টাকা—টাকা!—টাকাই গুর সর্বস্ব !

মধু । তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ হ'য়েছিল জেনেও যে তোমাকে বাড়ী ঢুকতে দেয় ?

মন্মথ । না, সেটা জানে না ; আমায় বাড়ীতে “ভূষো ভূবো” ব'লে ডাকতো ; কুস্তলার মা মরবার সময় ব'লে যান যে, তাঁর কন্যার যেন ভূবোর সঙ্গে বে হয় ; আমি যে “নৈহাটীর ভূবো” একথা বলিনি, কুস্তলাও আমায় আগে কখন দেখেনি, আমায় চেনে না ; আমাদের দুজনেরই বাপে-বাপে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, তাই এ বিবাহের সম্বন্ধ ।

মধু । এখন তোমার মৎলবটা কি,—চাও কি ? •

মন্মথ । কুস্তলা আমাকে বিবাহ করুক বা না করুক, গুর টাকা-গুলি ওকে পাইয়ে দেওয়া ।

মধু । ওই হ'লো, ওই হ'লো ; তোমার কুস্তলাও চাই, টাকাও চাই ।

মন্মথ । আমি যথার্থ বলছি খুড়ো, আমার টাকার দরকার নাই,

বা' আছে আমার যথেষ্ট চলে ; কিন্তু কুম্বলার মন জেনেছি, ওর বরকে টাকা না দেওয়াতে পাগলে 'ও বে ক'র্বে না, সে ঐ এক গৌ ধ'রেছে । খুড়ো এইটা ক'রে দাও, তুমি মনে ক'লেই পার ; আর অমনি তা'র সঙ্গে তোমার জিনিস-গুলোও আদায় কর ; লোকটাকে জব্ব কর, একটা ফন্দী ঠাওরাও ।

মধু ! রসো ;—বেটা নেশা-টেশা করে ?

মনাথ । কিছুতে আপত্তি নাই, পরের পয়সার বিষ কিনে দিলেও খেতে পারে । দাঁড়াও দাঁড়াও, এক মজা আছে ;—ব্রজদাস ম'রে গেছে ;—চিন্তে পেরেছ তো ?

মধু । হাঁ হাঁ, ব'লে যাও আমার একবার বোল টাকা নগদ দিয়েছিল ; বাপাস্ত ক'রে আদায় ক'রেছিলুম ।

মনাথ । সে'সমস্ত বিষয় তা'র দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রীর নামে লিখে দিয়ে গেছে । হলধ—

মধু । আবার নাম কবে !

মনাথ । আচ্ছা,যাক্গে, হালদাব ম'শাই—সেই স্ত্রীলোকটা হাত ক'রে বিষয়টা বাগাবার চেষ্টায় আছেন, এ থেকে যদি কিছু ক'তে পার ।

মধু । বিধবাটার স্বভাব চরিত্তির কেমন ?

মনাথ । আমি যতদূর শুনেছি সতী-লক্ষ্মী ; কিন্তু পাঞ্জীর আক্কেল দেখ !

মধু । তবে ?

মন্মথ । তবে আর আমি কি বোলবো, মোকদ্দমার হাল সব তোমায়
বয়ান করুম, এখন তুমি একটা উকিলী ফন্দী ঠাওরাও ।

মধু । তাই তো বাবাজী, তুমি উস্কে দিলে বেটার উপর রাগ
বাড়্লে, নইলে আমার পাওনাটা আমি মন থেকে উড়িয়ে
দিচ্ছিলেম ।

মন্মথ । না খুড়ো, একটা কিছু ঠাওরাও ; এতে তোমার উপকার
হবে, আমার উপকার হবে, দেশের উপকার হবে ।

মধু । দেশের উপকার ! আমা হ'তে দেশের উপকার চাও তো—
সব গাঁজা ধরাও । এই যে সভা ক'রে দেশের উপকার—না
খেয়ে গেঁজেলি, আমার বড়ই বিরক্ত ক'রেছে । এখন তোমার
উপকার যা ব'লে, আসল কথা ; একটু ঠাউরে দেখা যাক ।

মন্মথ । হাঁ বাবা, ঠাওরাও বাবা ।

মধু । রসো বাবা রসো ; অত ঘোড়দৌড়ের চালে চলে চলবে না ;
এ একলা তোমার খুড়োর কর্ম্ম নয়, তোমার ইচ্ছে-দিদির
বুদ্ধি একটু ভাড়া ক'রে নিতে হবে ; জানতো ওর বুদ্ধির
জন্মই ওর ঘরে আড্ডাটা রাখা ।

মন্মথ । আচ্ছা আচ্ছা, তুমি যা ভাল বোক কর ; আমি আজ আর
বেশী পড়াব না, একবার কুস্তলার সঙ্গে দেখা ক'রেই বাসায়
যাচ্ছি ; তুমি সেইখানেই যাও, খাওয়া দাওয়া করবে, আমি
এখনি কিরুছি ।

মধু । বহুত আচ্ছা, বের আগেই ঘটকের প্রাক্কণ-ভোজন !

মন্মথ । খুড়ো ! তুমি লাগলেই পারবে, তোমার চের মংলব ;

তা'তে যদি আবার আমাদের দিদি লাগে !

মধু । বলি শ্রাম যে বড় উতলা হ'লে গো, একটু ধৈর্য ধর !

মন্মথ । তামাসা ছাড় খুড়ো, এ বড় সিরিয়াস ।

মধু । রস তো বটে গো রাই,

মোদ্দাৎ সময় তো চাই,

বুঝলে হে কানাই ।

প্রথমে একটু কারণ ক'ত্তে হবে, তা'র পর রীতিমত উপস্থাপন ছুটি ছিলাম গাঁজা চড়াতে হবে, তবে তো মাথায় ইলেক্টি জলবে, বুদ্ধি আসবে ।

মন্মথ । তা আমার বাসায় ষাও, খাওয়া দাওয়া ক'রে সেইখানেই সব যোগাড় ক'রে দেব এখন ।

মধু । না, তা হ'লে চৌধুরীবাবুদের হোটেলে নাম কেটে দেবে ; বাঁধা রাইস্ আছে, সেইখানেই খাইগে বাবা, আজ জ্বোটে তো সেইখানেই জুটবে । নগদ কিছু ছাড়, নেশা-ভাঙা ক'রে মংলব ঠাওরান যাক্গে ; কাল তোমার বাসায় এসে ধাইয় ব'লবো ।

মন্মথ । তবে এই একটা টাকা হ'লেই হবে ?

মধু । হুইক্ষির দর কিছু চড়েছে, আচ্ছা গাঁজায় গাধাও ভেঙ্গে
নেব —দাও ।

মন্থ । (টাকা দিয়া) তবে এখন আমি চল্লম, কাল যেন নিশ্চয়
দেখা হয় ।

মধু । আচ্ছা । (মন্থের প্রস্থান করিতে করিতে পুনঃপ্রবেশ ।)

মন্থ । দেখো ভুলনা ।

মধু । না,—বায়না দিলে ভুলবো ?

মন্থ । যেন বেশী নেশা ক'রে প'ড়ে থেকনা ।

মধু । ছেড়েছ তো লম্বা এক টাকা, বেশী নেশা কি রকম ?

মন্থ । না—না, তাই বলছি ।

[উভয়ের বিপরীতদিকে প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

অস্তঃপুর-প্রাঙ্গণ ।

হলধর ।

হল । টাকা নেবে—টাকা নেবে ? রূপোর ঘড়া, সোণার চেন,
ঠীরের আংটা, ইংরেজের বাড়ীর খাট, নেবে নাকি ?
এই নাওনা ; ওরে ব্যাটা ঘটকা ;—হাতে হাত দিবে
সত্যি !—ওরে ছুঁড়ী বিন্দি—তুই মরবার সময় আমাকে
একটা হলফ করিয়ে যাবি, আর আমি তাই মানবো ?
“নৈহাটীর ভুবোর সঙ্গে আমার কুস্তলার বে দিও ;” আরে

ভুবোর মা'র যে অজগরের জঠর, "ওর মার দশ হাজার
টাকা দাও, আর তুমি কি দেবে বল ?" আমি দেব—আমি
দেব ? আমি—আমি—আমি—আমার ভারি দায়টা ! দূর,
যত বেটা ভোঙ্খোল দাস "কন্ডাদায়, কন্ডাদায়" ক'রে পাগল !
কন্ডাদায় কিসের রে ? হিন্দুধর্ম বড় ধর্ম ! শাস্ত্রের মুখে
আপ্তন, মন্ত্র মাধায় মুড়ো কাঁটা,—হিন্দুধর্ম ক'রেছেন !
ওতো উড়নচণ্ডী ধর্ম, খালি খরচ—খালি খরচ ! এ বুদ্ধি
আমার আগে হয়নি, খালি খরচ ক'রে মরেছি ? এই তো
দিলুম না বে, নে বেটা কে টাকা নিবি নে ? যদি বে
দিই—চায়ের বিডারে ;—বড় মেয়ে, সন্দরী, মাষ্টার লেখা-
পড়া শিখিয়েছে ; জাত খোয়ালে কত বেটা নিলেমে ডেকে
নেবে ।

নেপথ্যে।—জর রাখে কুৎস, এই কাণা আতুরকে একমুঠো চাল
দাও বাবা ।

হল । কেরে বেটা—কেরে বেটা ? বেরো বলছি ।

বালিকা কন্ডাসহ জনৈক কাণার প্রবেশ ।

গীত !

আমার হবেনা বিয়ে আমার হবেনা বিয়ে ।

বেড়া'ব ভিক্ষে ক'রে এই বাপে কিয়ে ॥

যা'র বাপ বুড়ো—কাণা, তার বিয়ে ক'ত্তে মানা,
যাব হেসে খেলে একটা পয়সা পেলে,

তাই নিয়ে ;—

কে দাতা আছিল, তা'রে আশীষ দিয়ে ॥

হল । একেবারে ঘরের ভেতর ! আবার একটা মেয়ে সাজিয়ে
গান গাওয়াচ্ছে ; জানিস্ বেটা আমি অশ্লীল হ'য়েছি, আমার
সামনে মেয়ে-মাহুষের গান ?

কাণা । সমস্ত দিন খাইনে, কিছু দাও বাবা ।

হল । খাওনি ? খাওনি তা আমার কি ?—

কাণা । দাও বাবা, কিছু দাও বাবা, এই কাণা বাবা ।

হল । পাহারাওয়াল—পাহারাওয়াল ! বেটা কাণা খোঁড়ার এক
শুণ বাড়ী, ভিক্ষে ক'ত্তে এসেছ ? বেটা বেরো বজ্জি ।

কাণা । অন্ধ নাচার বাবা, পয়সা কড়ি চাইনে—একমুঠো চাল ।

হল । চাল—চাল ! চাল পয়সা নয়, চাল অমনি আসে ? পাহারা-
ওয়াল—পাহারাওয়াল, এক বেটার দেখা নেই, আর সে-
দিন রাত্তায় একজোড়া ছেঁড়া জুতো প'ড়েছিল, পায়ে হর
কিনা দেখেছিলুম, আর বত্রিশ বেটা অমনি আতুসী কাঁচ
জালিয়ে “কোন হার কোন হার” ক'রে ঘিরে দাঁড়াল !

কাণা । গিন্নী মা—

হল । গিন্নী-মা তোর বাবা !

কাণা । কল্প মুখ কর কেন বাবা, অমনিই ফিরে যাচ্ছি ।

হল । কোম্পানীর আইন জানিস্ বেটা, ভিক্ষে ক'লে জেল হয় ;
বেয়ো, নইলে আমি নিজে টেনে নিয়েগিয়ে থানায় দেব ।

কাণা । আচ্ছা বাবা, তোমার ভাল হ'ক্, চল্লম । (স্বগতঃ)
গুণ্ডটা কি পাশে গা ! একমুঠো চালের জগে এলুম পাহারা-
ওয়াল ডাকে, উচ্ছন্ন যা—উচ্ছন্ন যা !

হল । বেটা বিড়ির বিড়ির বক্ছিস্ কি ? বেয়ো, কাণা সেজে
জুচ্ছরি !

কাণা । ভগবান তোমায় এমনি জুচ্ছরি ক'ত্তে দিন !

[প্রস্থান ।

দয়াময়ীর প্রবেশ ।

দয়া । হাঁগা আমার কা'র সাক্ষ বকাবকি হ'চ্ছিল ?

হল । এই দেখনা, এক বেটা কাণা এয়েছেন ভিক্ষে ক'ত্তে ;
কাণা হ'য়েছেন তো মাথা কিনেছেন ।

দয়া । তাই বুঝি গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলে ? একমুঠো চাল
দিলে সর্বনাশ হ'য়ে যেত ?

হল । ওঃ, বেটা আমার কি রাজা রাজেশ্বর মল্লিকের মেয়ে গো !
মুঠো মুঠো চাল দেবেন, কাপালী ভোজন করাবেন ; অমন
উড়নচূড়ে মেয়ে তোর বাপ আমার ঘরে দ্বিরেছিল কেন ?
তারক পরামাণিকের সঙ্গে বে দিতে পারেনি ?

দয়্য। আমার কুশীতে যে লেখা ছিল চামার স্বোয়ামী হবে ; মুখে আগুন, মুখে আগুন, খরচ হবে ব'লে বুড়ো ভাগীকে খুবড়ো ক'রে রাখলে, বাপ-পিতামহের ধন্য ত্যাগ ক'ল্লে ! পোড়া কপাল, কা'র জন্ত গেরো দিচ্ছ ? ভোগ ক'রবে কে ? তোমার বরাতে পেটে কি আমার একটা হ'লো ?

হল। আমি ভোগ ক'র্বো, তোর বাবা ভোগ ক'রবে ; পেটে একটা ঠ'লোনা ব'লে আপশোষ হ'য়েছে,—না ? গণ্ডা গণ্ডা হ'লে খুব রাশ রাশ গেলাতেন, আর আমার মাথা খেতেন ।

দয়্য। তোমার মাথা তুমি আপনিই ষাচ্ছ ; এই মধু বামন দেখা সাক্ষাৎ জিনিসগুলো রেখে গেল, আর চকুলজ্জার মাথা খেয়ে স্পষ্ট উড়িয়ে দিলে গা ! যা ইচ্ছে করগে, যে আগুনে হাত দেবে আপনি পুডবে । এখন আমার কিছু খরচ দাও, এই অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন কলসী-উৎসর্গ ক'ন্তে হবে !

হল। কি—খরচ ? কি—কি—কি ক'ন্তে হবে ?

দয়্য। কলসী-উৎসর্গ—কলসী-উৎসর্গ, কাণের মাথা খেয়েছ ?

হল। দড়ি ঘরে আছে কি ? তা হ'লে না হয় আধ-পয়সা দিয়ে একটা কলসী কিনে দিচ্ছি, একদম কিছু খরচ হ'য়ে যাক্ ; একেবারে নিশ্চিন্ত হই ।

দয়্য। গ্ৰাকাপনা রেখে দাও, তোমার কাছে যে বেশী চায় সে বেহায়া ; একটা টাকা ফেলে দাও, তাতেই সব সেরে নেব এখন ।

হল। এক টা—কা!—ঘো—ল আ—না।—চৌ—ব—টি
প—র—সা! দে বেটী দে—আমার গলায় ছুরী দে, তোর
যা মনে আছে তাই কর, তাতেও আমার লাভ; একবেলা
খাবি, হবিষ্য ক'রবি, তাতেও আমার লাভ; সিকি খরচার
সংসার চ'লবে।

দয়। বৎসরান্তে বাপ মাকে একটু জল দেব মনে ক'রেছি,
তা'তেও তোমার মাথায় চাল ভেঙ্গে প'ড়লো!

হল। বাপ মাকে জল কি! মরা গোকুতে ঘাস খায়?

দয়। আপনার মত সবাইকে দেখ কেন? আমার বাপ মা
ভাগাড়ে যায়নি, মরা গোকু নয়; সাধু মাহুষ স্বর্গে গেছেন।

হল। তা স্বর্গে কি মরুভূমি হয়েছে নাকি, যে তুমি না দিলে
এক ছটাক জল জুটবে না? আর যদিও একটু জলের
জন্তু ভূত হ'য়ে আসতে হয়, এই তো গঙ্গায় জল টল টল
ক'চ্ছে, মোড়ে মোড়ে কল রয়েছে, এক গধুঘ খেতে পাবে
না? ও-সব পুরুত বেটাদের কারসাজী, খালি পয়সা মারবার
ফিকির; যাচ্ছে—যাচ্ছে উচ্ছন্ন যাচ্ছে, হিন্দুধর্ম এই খরচের
জন্তাই উচ্ছন্ন যাচ্ছে।

দয়। তোমার অধর্ম নিয়ে তুমি পচে মর, এখন আমার দেবে
কি না বল?

হল। আমি হ'তে হবে না, আমার কিছু নেই; খরচের ভয়ে
কাটা দিয়ে কাপড় পরিনে, আমি একটা টাকা দেব!

এক—টা—ক' । তুমি তাই ভাঙ্গিয়ে খরচ ক'রবে, বামুনকে দেবে ? তুমি গলায় ছুরী দিতে পার, মানুষ খুন ক'তে পার ।

দয়্য । দেবে'না—দেবে না ? আচ্ছা আমিও "যেমন কুবুজ তেমান মুগুর"—ওমুখ জানি, চাল দাল ঘরে যা আছে সব ভূজা সাজিয়ে দেব, এহ নথ দক্ষিণে দেব, দেখি তুমি কি কব ।

হল । পু'তে ফেলবো—পু'তে ফেলবো—

দয়্য । ফেলনা দেখি, আমি লুটিয়ে দেব . এই চ'ল্লম ।

হল । খবরদার—খবরদার —

দয়্য । আমি কোন কথা শুন্ব না ।

হল । ওরে আমি ম'রে যাব, ওরে পতিহত্যার পাতক হ'বে, সত্যি ম'রে যাব, ওরে তুই জানিস্নি জানিস্নি, সেই যে গল্পের বাক্সাদের প্রাণ যেমন ভোমরা-ভুমরীর ভৈত্তর থাকতো আমার প্রাণ তেমনি ঐ সিন্দূকের ভৈত্তর আছে, খরচ ক'রাবি, আখ আমার মারবি ।

দয়্য । পরস্য খরচ ক'লে মানুষ মরে না, আমার চেব দেখা আছে ।

হল । আমার কথা শোন, তোর পায়ে পড়ি—বুক চিরে রক্ত দি, এক ক'য় কর, খুঁজে পেতে চারটে পরস্য দিচ্ছি, তা'র ভেত্তর সেরে নে ।

দয়্য । চার পরস্য কলসী-উৎসর্গ ?

হল। ওরে বুঝে ক'ত্তে পাল্লে হয় রে, বুঝে ক'ত্তে পাল্লে হয় ;
বাবার আন্তশ্রদ্ধ আমি আট আনার সেরেছিলুম ; হু' পয়সায়
নৈবিত্তি, এক পয়সা দক্ষিণে, আধ পয়সা বস্ত্রের মূল্য, আধ
পয়সা কলসী, জল কলে আছে, অটেল হ'য়ে যাবে ।

দয়া। উচ্ছন্ন যাও—উচ্ছন্ন যাও, তুমি উচ্ছন্ন যাও, তোমার বুদ্ধিও
উচ্ছন্ন থাক! আমার যা খুসী তাই ক'র্বো, দেখি তুমি
কি কর ।

হল। ওরে যাস্নে—যাস্নে, শোন—শোন, ও গিন্নী, দয়াময়ী, লক্ষ্মী
ধন আমার, ওরে এ বয়সে আত্মহত্যা করাস্নে ; খুন হব,
খুন হব, গলায় দড়ি দেব,—ওরে সত্যি বলছি, পয়সা থাকলে
আফিং কিনে খেতুম ।

দয়া। যেমন তুমি তেমনি আমি, আমার বাপ মাকে বৎসরান্তে
একটু জল দিতে দেবে না? দেখি—দেখি আজ তুমি কি
কর ; আজ হাঁড়ীকুঁড়ী বিলিয়ে দেব ।

হল। থাম—থাম, মা হুর্গা কি ক'ল্লে? খুড়ি,—না না ভুলে
বলছি, হুর্গা না—কেউ না—অ কেউ না, তুমি কি ক'ল্লে?
এই দেখ ম'লুম, গলাটিপে ম'লুম ।

দয়া। মর বাঁচ যা ইচ্ছে কর, বাপ-মার কাজ আমি ক'র্বোই ;
এই চ'লুম ।

হল। গলা টিপে ম'লুম—গলাটিপে ম'লুম, তুই বিধবা হ'বি,
একাদশী ক'র্বি, নাছ খেতে পাবিনে ।

হাবার প্রবেশ ।

হাবা । এও--এও--এও--আও--আও--আও ।

হল । ওরে শুয়োটা, তুই কোথা বাস ? বাড়ীতে যে-সে ঢুকছে,—
পাওনাদার ঢুকছে, ভিখরা ঢুকছে ; কোথা গিয়েছিলি বল ?
বল—বল কোথা গিয়েছিলি ?

হাবা । হঃ—ইঃ—উঃ—উঃ—উঃ (ইঙ্গিত দ্বারা পৈতা, ঘণ, টাঁক
ইত্যাদি দ্বারা পুরোহিতের ইঙ্গিত-করণ) ।

হল । কোথা ?

দয়া । পুরুতবাড়া,—বৃষ্ণে পাচ্ছ না ? আমি পাঠিয়েছিলুম ।

হল । হুঁ—হুঁ পুরুতবাড়া ?—কে যেতে বলতোছিল বেটা, কে
তোকে বলতোছিল ?

হাবা । এউ—এউ—এঁ ইঁইঁইঁইঁ (গৃহিনীকে দেখান) ।

দয়া । আহা, কি চাকরই রেখেছেন !

হল । ওরে আবাগের বেটা, এমন চাকর কি পাওয়া যায় ! ছটি
ধাবে-পর্বে বই মাইনে নেবে না, আর ঘরের কথা কোথাও
বলতে পারবে না ।

দয়া । পুরুত কখন আসবে ?

হাবা । আউ আউ আউ এঁ্যা এঁ্যা । (সন্ধ্যাকাল ইঙ্গিত-
করণ) ।

দয়া । সন্ধ্যার পর ?

হল । গিন্নী—দয়াময়ী ! আর পুরুতে কাজ নেই, আমার বাঁচাও,

খুন ক'র না; এলে পরে ব'লো আমাদের অশৌচ হ'য়েছে,
এ মাসে কলসী-উচ্চগুপ্ত হবে না ।

দয়া । মুখে আগুন মুখে আগুন, ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিথ্যা কথা ক'ব ?
হল । বড্ড খরচ হবে গিন্নী, বড্ড খরচ হবে । এক—টা—কা ।
বাপরে ।

হাবা । এ্যা এ্যা বা বা বা এ্যা বা ।

হল । যা যা বেটা দরজাব কাছে বস্গে যা, চূণওয়াল বেটা
যদি টাকার জন্তে আসে তা ফিরিয়ে দিস্, বলিস্, আমি
বাড়ীতে নেই ।

হাবা । অউ অউ ?

হল । চূণওয়াল—চূণওয়াল । (চূণকামের ইঙ্গিত)

হাবা । তেই তেই হেই (হাস্য) অউ অউ অউ আবা আবা আ ।

দয়া । এখনও ভাগ্য ভাল সূঁচি টাকাকী ঘেঙ্গে দাপ, কলসী-
উৎসর্গ আমি ক'ববোই—মেথেকে হ'ক্ ।

হল । গিন্নী—দয়াময়ী! আমাব খানকটে চামড়া কেটে নাও,
টাকা কাক্ বলে আমি দেখিনে ।

দয়া । আচ্ছা, দেখেছ কিনা আমি বুঝছি, এই চলম ।

হল । ওগো যেও না যেও না. গুন হ'ব, আত্মহত্যা হবে ।

হাবা । আউ আউ আউ—এই এই এই উ উ উ ।

[সকলের প্রশ্বাস ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

কুস্তলার কক্ষ ।

কুস্তলা ও মন্থথ ।

কুস্ত । আমি আজ আর প'ড়ব না ।

মন্থথ । কেন প'ড়বেন না ?

কুস্ত । না আমি প'ড়ব না ।

মন্থথ । কেন প'ড়বেন না ?

কুস্ত । আমার আজ ভাল লাগছে না ।

মন্থথ । তবে আমি বেঞ্চির ওপর দাঁড়-করিয়ে দেব ।

কুস্ত । হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বেশ, দরজায় একখানা ভাল বেঞ্চি আছে,
ঘাড়ে ক'রে নিয়ে আসুন, আমি দাঁড়াব এখন ।

মন্থথ । দেখছি, আপনার জন্ত একগাছা বেত কিন্তে হ'ল ।
আপনি বড় ধারাপ ছোকরা হ'চ্ছেন ।

কুস্ত । বেতের পরস্য তো মামা দেবেন, তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত
আছি ।

মন্থথ । কেন, আমি যদি নিজের পরস্য দিয়ে বেত কিনি ?

কুস্ত । নিজের পরস্য খরচ ক'রে আগে আমার জন্ত বুঝি বেত
গাছটা কিনবেন ?

মন্থথ । না না একটু পড়ুন, ভূগোলখানা নিয়ে আসুন ।

কুস্ত । ভূগোল আব প'ডতে হবে না, পৃথিবী যে গোল, তা আমি অনেক দিন বুঝেছি ।

মন্মথ । তবে ব্যাকরণ আনুন ।

কুস্ত । ব্যাকরণ এনে কি ক'ব্বো ? আমার সন্ধিবিচ্ছেদ গো হ'য়েই আছে ।

মন্মথ । তবে শ্লেট নিয়ে আসুন, অঙ্ক কনুন ।

কুস্ত । কি অঙ্ক ক'স্বো ?

মন্মথ । ভগ্নাংশ ।

কুস্ত । আমি নিজেই ভগ্নাংশ, তাব আর ক'স্বো কি ?

মন্মথ । আপ'ন বড় বাচাল ।

কুস্ত । নারী-জন্মের কোন চাল আমাব নাই, একটু বাচ'ল হ'বনা ?

মন্মথ । বসুন বসুন ।

কুস্ত । কোথায় বস্বো ?

মন্মথ । বসুন না এঠে আমার কাছে ।

কুস্ত । আপনার কাছে ? না আপনার কাছে ব'স্বো না, আপনি স্থ'লোক স্প'শ ক'বেন না, আমি কাছে ব'সলে আপনার ব'ত ভঙ্গ হবে ।

মন্মথ । আপনাব সঙ্গে আলাদা সম্পর্ক, আপনি কাছে ব'সলে ব'ত ভঙ্গ হবে না ।

কুস্ত । আমার সঙ্গে আলাদা কি সম্পর্ক ? আমার কারুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই ।

মন্নথ । আপনার সঙ্গে শিক্ষক-ছাত্রী সম্পর্ক নেই ।

কুস্ত । আমি যদি আপনার ছাত্রী, তা হ'লে কোন্ শাস্ত্রে আপনি আমাকে “অপনি” ব'লে কথা কন ?

মন্নথ । ওটা কি জানেন, জ্বালোককে মাত্র ক'রে কথা কইতে হয়, বিশেষতঃ আপনি নিতান্ত বালিকা নন, আপনার যৌব—
এঁয়া বয়স একটু হ'য়েছে ।

কুস্ত । (সহাস্ত্রে) হো হো আমার বয়স হ'য়েছে, মাষ্টার ম'শাই আমার কুঞ্জী দেখেছেন, আমি বুড়ো হ'য়েছি । এই দেখুন আমার চুলগুলো পেকে গেছে, দাঁত প'ড়ে গেছে, চোখে দেখতে পাইনে ; এই দেখুন কোথা যাচ্ছি—কোথা যাচ্ছি, কিছু দেখতে পাচ্ছিনি, আপনি কোথায় ও মাষ্টার ম'শাই, সরে দাঁড়ান—যেন ষাড়ে পড়ে যাইনে ; আর চলতে পারিনে, এইখানে কোথাও ব'সে পড়ি, দেখবেন—আপনি এখানে নেই তো ? থাকেন তো সরে যান, নইলে কোথায় ব'সতে কোথায় ব'সবো ।

মন্নথ । বসুন বসুন, এইখানে বসুন ।

কুস্ত । না আমি আপনার কাছে ব'সবো না, আপনি এখানে নেই তো—দেখবেন নেই তো, আমি বসি ?

মন্নথ । বসুন না ।

কুস্ত । না আমি আপনার কাছে ব'সবো না, আমি এইখানে ব'সলুম ! (পার্শ্বে উপবেশন)

মন্মথ । (হাত ধরিয়া) এই তো, এই তো আমার কাছেই
বসেছেন, আর ত পালিয়ে যেতে দেব না ।

কুস্ত । (জিব কাটিয়া) এ্যা কি কলুম—কি কলুম ? দেখলেন
কাণা হ'লে কত বিপদ ; ছিঃ ছিঃ আপনি তো দেখতে
পাচ্ছিলেন, আমার সাবধান ক'রে দিলেন না কেন ? যান
আপনার সঙ্গে আমার আড়ি ।

মন্মথ । আড়ি ক'রবেন না, আমারও চক্ষু ছিল না, আমিও অন্ধ
হ'য়েছিলুম ।

কুস্ত । আপনি কিসে অন্ধ হ'লেন ? ও—ও কি ইন্ফু—ইন্ফু—

মন্মথ । ইন্ফুগুয়েঞ্জা ।

কুস্ত । হাঁ হাঁ, তা'রই মত ছোঁয়াচে রোগ ।

মন্মথ । ইংরেজীতে কাণা কা'কে বলে জানেন ?

কুস্ত । জানি, এ ব্লাইণ্ড ম্যান—এক কাণা মনুষ্য ;—হয়নি ?

মন্মথ । না না, সে কাণা নয় ; ইংরেজীতে কিউপীডকে কাণা
বলে ।

কুস্ত । কে সে ?

মন্মথ । কিউপীড,—আমাদের বাঙ্গালার যেমন রতিপতি, প্রণয়ের
দেবতা ।

কুস্ত । সাহেবদের প্রণয়ের দেবতা বুঝি কাণা ? তবে আপনি কি
ইংরিজী রতিপতি ?

মন্মথ । কুস্তলা—

হস্ত । নাম ধ'রে ফেলেন ? ছিঃ ছিঃ গঙ্গাজল স্পর্শ করুন—
গঙ্গাজল স্পর্শ করুন ।

অথ । কুস্তলা—কুস্তলা—কুস্তলা ।

হস্ত । এঁা—এঁা—এঁা—কেন—কেন—কেন ?

অথ । কুস্তলা—কুস্তলা—

হস্ত । কি বলছেন—কি বলছেন ? সত্য সত্যই কি আমার বুড়ী
ঠাউরেছেন ?—শুন্তে পাচ্ছি যে, আপনাদের কাণা রত্নিপতির
কাছে চোদ্দতে কি বুড়ী হয় ?

অথ । কুস্তলা ! তোমার নৈহাটীর কথা মনে পড়ে ?

হস্ত । মনে প'ড়বে না কেন, পাঁচ বৎসরের কথা বই তো' নয় ?

গীত ।

সেই নৈহাটীর ঘাটে—ব'সে পৈঠের পাটে,

খেলা ক'রেছি ফুল ভাসিয়ে জলে ।

আহা সেথা গঙ্গা কেমন চলে চ'লে ॥

সেথা আমার ডালটী কেমন মধুর দোলে,

সেথা ঘুমুতেম ওগো মায়ের কোলে ॥

(আবার) কথা ছিল বিকিয়ে রব পায়ের তলে,

পরিয়ে ফুলের মালা তা'রি গলে ॥

সে আমার বর যে ভাই,

তার নাম যে ক'ন্তে নাই,

। এখন শুধু স্বপন দেখি, সে সব গিয়েছে চ'লে ॥

মন্নথ । মিত্তিরদের ভুবোর নাম কখনও শুনেছিলে ?

কুস্ত । আজ আর আমি প'ড়ব না, রান্নাঘরে মামীর কাছে যাই ।

মন্নথ । না না, ব'সো ব'সো, বল না সে সব মনে পড়ে—নৈহাটী ভুবোকে ?

কুস্ত । ও-সব কি কথা ?—আপনি আমার কি পড়া পড়াচ্ছেন ?

মন্নথ । দেখ, তুমি জান সেই ভুবোর সঙ্গে বে দেবেন ব'লে তোমার মা সত্য ক'রেছিলেন, ধর্ম্মতঃ তুমি তাঁর স্ত্রী ।

কুস্ত । ষাঁ'কে আমি কখন চ'খে দেখিনি, আমি তাঁর স্ত্রী ! ও-সব কথা আমার কখন ব'লবেন না ; মামা আমার পরমপবিত্র কুমারী-ব্রত নিতে ব'লেছেন, আমি মেমোদেব মত অশী বৎসর পর্য্যন্ত মিশিবাবা থাকবো ।

মন্নথ । তোমারাক বিবাহ ক'ন্তে, সংসার ক'ন্তে সাধ হয় না ? তোমার প্রাণে কি প্রণয় নেই ?

কুস্ত । আমার সাধ হ'ক্ বা না হ'ক্, তা'তে কি হ'বে ? আমি তে আপনাকে ব'লেছি, না তাঁর টাকা আমার স্বামীর জন্ত রেখে গেছেন, মামার খড় লোভ সে টাকা ছাড়বেন না ; আমার যিনি স্বামী হবেন, তিনি সে টাকা না পেলে, আমি বিবাহ ক'রবো না ; মামার মতেই মত ।

মন্নথ । আমার টাকা চাইনি কুস্তলা, আমার গৈতুক যা আছে যথেষ্ট চ'লবে ; আমি এতদিন বলিনি, আমিই সেই ভুবো-;

তুমি আমাকে বিবাহ কর; তোমার মামা কুপণ—অর্থলোভী,
চল, আমরা গোপনে চ'লে গিয়ে বিবাহ করি ।

হৃত । এঁা—ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা—কি লজ্জা ! আমার বর ?—
ওমা কি বেয়া !—বর মাষ্টার হ'য়েছিল ! ছি ছি কত বেহায়া-
পনা ক'রেছি, কত ফাঁস কথা ক'য়েছি ।

গীত ।

সোণার টোপর মাথায় দিয়ে

লুকিয়ে ছিলে কোন্ বনে ।

আজকে হঠাৎ হ'লে উদয়, দাসীর হৃদয়-গগনে ॥

(আমার বর—আমার বর—ওগো আমার বর !)

ছিলুম যবে বালিকা, ছোট্ট কচি কলিকা

নিয়ে কে জানে কি তুলিকা—

এঁকে ছিলুম তোমায় আমি এই মনে ॥

(এই মনে—এই মনে—বুঝলে আমার বর ?)

শেষ তৃষ্ণার সময় মাফটার মশাই,

তোমায় আমি হৃদে বসাই ;

এখন দেখছি আলো হ'লো ভাল—

আমরা সেই ছেলেবেলার বর ক'নে ॥

(কেমন ঠিকনা—কেমন ঠিকনা—ও আমার বর ?)

ধ । কুস্তলা—কুস্তলা—কুস্তলা—

কুস্ত। এঁয়া—এঁয়া—এঁয়া; বর কি এখনও আমার বুড়ী ঠাওরাচ্ছে ;
মন্মথ। কুস্তলা! তোমায় না পেলে, আমি বাঁচবো না ; আমাকে
বিবাহ কর, চল আমরা গোপনে চ'লে যাই ।

কুস্ত। যদি কেউ কখন আমার স্বামী হয় সে তুমি ; কিন্তু মামা
যে আমার স্বামীকে ফাঁকি দেবেন, তা আমি সহ ক'ন্তে
পারবো না । আমি পণ ক'রেছি, টাকা আদায় ক'ন্তে পার
ভালই, নইলে যেমন আছি তেমন থাকবো, কোন সাধে
কাজ নেই, এমনই ম'রবো ।

মন্মথ। তা'রও এক ফিকির ক'রেছি, যদি তুমি আমার কথা
মত চল ।

কুস্ত। মাষ্টার মশাই তুমি আমার বর, ক'নে কি বরের কথা
ছাড়া চলে ?

মন্মথ। কুস্তলা—কুস্তলা—কুস্তলা ! প্রিয়ে—প্রিয়ে !

কুস্ত। নাথ—নাথ—মাষ্টার মশাই—মাষ্টার মশাই—

মন্মথ। চল কুস্তলা আমরা পালাই চল, বিবাহ ক'রে আমরা
হু'জনে নৈহাটীতে আমার বাড়ীতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবো
টাকায় তোমার কাজ কি ? এ বাড়ীতে আর তোমার খেদে
কাজ নেই ।

কুস্ত। তেল দাও সিঁহুর দাও, ভবী ভোলবার নয় ; মার আজ্ঞা-
টাকা শুদ্ধ আমার দান ক'রে গেছেন, আমি অধনি তোমা
গলায় প'ড়বো না ।

মন্মথ । একি তোমার বাই ?

কুস্ত । বিদ্যুটে !

মন্মথ । আচ্ছা, Nothing is unfair in Love and War.

রণে প্রেমে কোন দোষই দোষ নয় ; ভাল, যদি কোন
ফিকিরে তোমার আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করা যায়,
তা হ'লে আমি যা বলবো—ক'র্বে ? আমার সঙ্গে লুকিয়ে
যাবে ?

কুস্ত । তা হ'লে তোমায় দেখলে আমি খোম্টা দেব, বুঝলে
মাষ্টার—বর ।

মন্মথ । এই সত্য ?

কুস্ত । সত্য—সত্য—সত্য ! তিন সত্য ক'রে,
যা'ব বরের গলা ধ'রে ।

মন্মথ । রাখবো হৃদয়ে আমি তোমায় আদরে ।

(আলিঙ্গন ।)

নেপথ্যে হলধর ।—ম্যাষ্টের—ম্যাষ্টের—

কুস্ত । মামা মামা !—ছাড় ছাড় ।

মন্মথ । পড় পড়, যা হয় একখানা নাওনা ।

কুস্ত । (পুস্তক পাঠ) “আফ্রিকার অধিকাংশই অনূর্বরা ; গম,
যব, ধান প্রভৃতি শস্য, এবং ষর্জুর, জলপাই, আঙ্গুর, কমলালেবু,
সাণ্ডানানা, নারিকেল, কাফি, ইক্ষু, গঁদ, তামাক, নীল
উৎপন্ন হয় ।”

হলধরের প্রবেশ ।

হল। ঈস্, ম্যাষ্টের যে একেবারে লেখাপড়ার চীনেবাজার
বসিয়েছে! ভাল ভাল ও পড়া ভাল; পয়সা খরচ ক'ত্তে হয়
না, কিন্তে হয় না, অথচ বাড়ীতে নানান রকম মেওয়ার নাম
হ'চ্ছে। কি বই—বিজ্ঞানসুন্দর বুকি? মালিনীর বেসাতি
পড়াছ? বেশ বই—বেশ বই—অনেক জ্ঞানের কথা আছে,—

আট পণে কিনিয়াছি কাঠ আট আঁটা ।

নষ্ট লোকে কাঠ বেচে আমি তাই আঁটা ॥

খুঁন হ'য়ে গেছি বাবা চুন চেয়ে চেয়ে ।

শেষে ফুরাইল কড়ি আনিলাম চেয়ে ॥

সত্যযুগ কি যুগই ছিল, দোকানীরা চাহিলেই জিনিস দিত ;
ভারতচন্দ্র তাই লিখে গেছে ।

মন্থ। আঙ্কে না, এ ভুলেগি ।

হল। ও-সব এখন হ'য়েছে, বিজ্ঞানসুন্দরের নকল ক'রে ওরকম
বই এখন ঢের হ'য়েছে, কাশ্মিনীকুমার আরও সব কি কি ।
বেশ বেশ, মেয়েদের লেখাপড়া আমি বড় ভালবাসি, ম্যাষ্টের
তুমি না জুটলে কুস্তীকে আমি নিজেই পড়াব মনে ক'রেছিলুম ;
ওনে ওনে দাগুরায়ের পাঁচালী আমার মুখস্তই আছে, বই
কিন্তে হ'ত না, মুখে মুখেই পড়িয়ে দিতুম । তুমি দাগুরায়ের
পাঁচালী প'ড়েছ?—না প'ড়ে থাক তো পড়, বড় সুন্দর লেখা,
অমন হুঁপ্রকাশ আর কোথায় নেই ।

মন্থ । কুস্তলা অনেক ভাল ভাল বই পড়েছেন, ঔর বড় চমৎকার মেধা ।

হল । সে ওদের বংশের দোষ, জড়িই মাদামারা, ওর বাপ শালা আদত আচাশুখ ছিল, মুজুর্দিগারি ক'বে হাজার দশক বট টাকা রেখে যেও পারেনি আমি হ'লে সাহেবকে দেউাল নেওয়াতুম, খালি বাজ্ঞ খবচ ক'বাছ— এই দেখনা, ঘন্ন বোঝাই ক'ব কতক গুলো কাঠরা কানছে । কোচ কেদারা এ সব কেন ? কুস্তোকে বাণ যে, ঐ গালা, আর ঐ যে সোণা রূপো কতক গুলো প'র আছে, ও গুলো নে খ'য়ে যাচ্ছে, বিক্রী ক'বে টাকা আমাব কাছে বাখ, সুদ বাড়বে ক' ।

কস্ত । মামা বা আছে সেই সুদ থেকে আমায় কিছু দাও না, উল টুল কিনতে হবে, একটা পরসা খরচ ক'ও পাইনে ।

হল । দর বেটী আচাশুখ । সে যে জমছে—ওদের সুদ জমছে, ম্যাষ্টেরকে বল না ছল কিনে দেবে ।

মন্থ । আচ্ছা আচ্ছা আমি এনে দেব, আমি এনে দেব, প্যাট-বনটা দেবেন, রং মিলিয়ে উল এনে দেব ।

কস্ত । আর মামা আমাব বিকেল-বেলা মাথা ধরে, মাটারমশাই এক রকম তেল একটু এনে দিয়েছিলেন, মেখে অনেকটা ভাল আছি, তা'ই আমাকে এক শিশি আনিয়ে দাও ।

হল । কি তেল ম্যাষ্টের ?

মন্থ । আজ্ঞে অপেশা-অশোল ।

হল। মোহোস্কর তেল উঠেছিল, এ আবার কি নতুন উঠেছে ?

সেই কলওয়ালারা করে বুঝি—চীনের বাদাম টাদাম দিয়ে ?

মন্মথ। আজ্ঞে না—এ অতি সুগন্ধি তৈল।

হল। সোরগোঁজার তেল ! সে তো মাছ ভাজা হয়—মাথাধরার

কি ক'বে ?

মন্মথ। আজ্ঞে বিশেষ উপকার হয় !

হল। বটে,—কত ক'রে ?

মন্মথ। এক টাকা—

হল। এক টাকা মোন ? সুবিধে আছে তো, রাগাবান্ধ

চ'লতে পারে।

মন্মথ। আজ্ঞে না, এক টাকা করে শিশি—বড় উপকারী তেল।

হল। এক টা—কা ক'রে তেল কখন উপকারী হয় ? মাধিস্নি

কুস্তী মাধিস্নি, চুলগুলো সব উঠে যাবে। তা'র চেয়ে এক

সের রেড়ীর তেল আনিয়া এক ফোঁটা পিপারমেন্ট দিয়ে

মাধিন্ দেখি, তা'তে পেট কামড়ানি, মাথাধরা সব সেরে

যাবে, আর চুল অমনি পাটে পাটে ব'সে যাবে।

কুস্ত। ওমা, 'রেড়ীর তেল মাখ'বো কি ? আর পিপারমেন্ট খেলে

পেট কামড়ানি সারবে, মাথাধরার কি হবে ?

হল। তা না সারে না সারবে, ও পোড়া মাথা একটু ধল্লইবা ;

আধ ঘণ্টা প'ড়ে একটু ছট্‌ফট্‌ করিস, তা' হ'লেই সেরে যাবে।

এই আধ ঘণ্টাটুকু কষ্টের জন্তে এক—টা—কা লাগাবি !

নেপথ্যে পুরোহিত ।—শিগ্গির লাও—শিগ্গির লাও—বিস্তর যজ-
মানের বাড়ী যেতে হবে, বেলা ক'লে চ'লবে কেন গো ?
হল। ও কেও, সেই ভট্টাচার্য্য শালার গলা না ? মাগী বুঝি
আমার শ্রদ্ধ ক'চ্ছে ! সৰ্বনাশ ক'লে—সৰ্বনাশ ক'লে !
যাচ্ছি—যাচ্ছি—দাঁড়া বেটা, দাঁড়া বেটা—

[প্রস্থান ।

মন্থথ ! কুস্তল ! যদি—মনে কর যদি—আমি ঠিক ব'লতে
পারিনি, কিন্তু যদি তোমার টাকা কোনমতে আদায় ক'রে
দিতে পারি, তা' হ'লে তুমি আমার হবে ?

কুস্ত। তোমার কি হবে ?

মন্থথ। কি হবে—কি হবে ?—আম্মার স্ত্রী হবে ।

কুস্ত। কেন, এখন কি আমি তোমার পুরুষ আছি ?

মন্থথ। তোমার সঙ্গে আমি কথায় পারি না—আমি সত্যের
বক্তৃতা করি—বিচার তর্ক করি—বন্ধুগণের সঙ্গে আমোদ
রসলাপ করি, কিন্তু তোমার কাছে আমি একেবারে মুখ-
চোরা হ'য়ে যাই ; আমি কি হ'লুম—তুমি আমার কি ক'লে !

কুস্ত। আমি আবার কি ক'রবো ? তুমিই ভাঙছো, তুমিই
গ'ড়ছো, ছিলে মাষ্টার—হ'লে বর ।

তুমি আমার বর,

আছ বর—থাকবে বর,

কিন্তু বর না রাখলে পণ

ক'রবোনাকো ঘর ;

জোর ক'রে বলবো প্রাণকে

প্রাণ তুই এমনি প্রাণে মর ;

ই্যা বর—সত্যই কি তুমি প্রেমে ছর ছব ?

নেপথ্যে দয়া ।—ও কুস্তল—কুস্তী—

কুস্ত । আঃ বা ওাদন কুস্তী—কুস্তী, আমি যাবো না, আমার খুশা ।

মন্থথ । কুস্তল—কুস্তল—

কুস্ত । আমি বাইনি যাইনি—সামনে টাডিয়ে, পদ্মপাশলোচন

দেখতে পাচ্ছ না ?

নেপথ্যে দয়া ।—হালা কুস্তী, শুননে পাচ্ছিয়ান

কুস্ত । যাই বর—না না আমি বর ?

মন্থথ । চ'ম ৭—আবার কখন দেখা হবে ?

কুস্ত । যখন পাঙ্কো আনুনে ।

মন্থথ । সফার পর ?

কুস্ত । ই্যা বর—ই্যা বব—হ্যা ব' ।

মন্থথ । ওবে যাহ ?

কুস্ত । অলক্ষণে কথা দেখ, বল আসি ।

মন্থথ । আসি ।

কুস্ত । ও'ক ৭, মুখে কট হাসি ?—হাস হাস ।

মন্থথ । তুমি হাস ।

কুস্ত । আমি তো হেসেই আছি, তুমি হাস ।

মন্নথ । আহা, কি মধুর হাসি !

কুস্ত । তুমি হাস—হাস, হাস্ছ না—হাস্ছ না ?

মন্নথ । এই যে হাস্লাম, তবে আমি আসি ?

নেপথ্যে দয়া ।—হাঁলা ওগো কুস্তী !

কুস্ত । আসি গো আসি ।

দেখে বর যেন শুকোর না গো হাসি,

ডাকছে মামা—চ'লো ওই শ্রীচরণের দাসী ।

মন্নথ । কুস্তল—কুস্তল—

কুস্ত । এখন খেলবো না ভাই বাড়ী যাই ।

. [প্রস্থান ।

মন্নথ । প্রাণে আজ নূতন সুখা এলো—নূতন সুখা এলো, নূতন আলো ! এ আলো! টাঁদে নাই, অঙ্গরকাননে নাই, কবি-কল্পনার স্বর্গে নাই । নেবই নেব—যে ক'রে পারি নেব, কুস্তল ছাড়া আর থাকতে পারিনি, এ অন্ধকূপে কুস্তলকে আর রাখতে পারিনি । মধুখুড়ো না পারে, আমি আপনি টাকা দিয়ে ব'লবো, এই তোমার মামার কাছ থেকে আদায় ক'রেছি ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাক্ত ।

দরদালান ।

পুরোহিত ।

পুরো । ওরে হারামজাদা বেটা হাবা, নিয়ে আয়না, আজ এমন
দেঁরি ক'লে চলে ?—আজ আমাদের মেইলডে ; নিয়ে আয়—
কলসী টলসীগুলো নিয়ে আয়, আগে থেকে সব গুছিয়ে
সাজিয়ে রাখতে পারেনি ।

দুইটা কলসী লইয়া হাবার প্রবেশ ।

হাবা । এ এউ এ্যাব—এ্যাউ এ্যা এ্যাউ ।

পুরো । রাখ এখানে রাখ, নৈবিজ্জি নিয়ে আয়, ভূজ্জি নিয়ে আয়,
গিন্নী কি ক'চ্ছেন ? ডাক ডাক, গিন্নী—গিন্নী, এই মোমটা—
নাকে নথ, বেটা হশারাও বোঝে না ।

হাবা । হাউ—এ্যাউ—এ্যাউ ।

পুরো । চাকরও জুটিয়েছে ভাল, তা মিনি মাইনের অমন হাবা
না হ'লে কে থাকবে বল ; মাগীর অহরোধে এ বাড়ীর ক্রিয়া
করান, নইলে মুখ দেখলে বোকনা ফাটে, এমন বজমানের
বাড়ীও আসে । ওগো কোথায় গো—আননা, তোমার এই
দুটো কলসীর জন্তে দিন কাবার ক'রবো নাকি ? সেনেদের
বাড়ীতে উনিশটা কলসী-উচ্চুগু ক'ত্তে হবে, আজকের
দিনটি কেমন !

ভোজা ও নৈবেদ্য ইত্যাদি লইয়া গৃহিণী ও

হাবার প্রবেশ ।

দয়্য । জ্যাঠা-ঠাকুর ! জানেন তো বাবা আমার কি অদৃষ্ট, এও যে
পেলে উঠবো, আমি মনে করিনি—জোর ক'রে যা ক'রেছি ;
অপরাধ নেবেন না ।

পুরো । লাও লাও শীগ্গির লাও—ব'সো, কই গঙ্গাজল কই ?
ওরে হাবা ।

হাথা । এ্যাউ—ব্যাউ—ব্যাউ ।

পুরো । ওরে বেটা গঙ্গাজল—গঙ্গাজল—জল,—ঢুক্ ঢুক্ ঢুক্
(ইঙ্গিত করণ) ।

দয়্য । এহ যে আমি এনেছি, ঐ—ঐ ভাঁড়ে আছে ।

পুরো । লাও আচমন কর, বল নমঃ বিষ্ণু ।

দয়্য । নমঃ--

পুরো । অপবিত্র পবিত্রোবা—

দয়্য । অপর রাস্তির পাৰিত্তির ধোপা—

পুরো । হয়েছে হয়েছে—সর্কাবস্থাং গগোপিবা ।

দয়্য । সবার বস্থাং—কি ব'লে ?

পুরো । গতো পিবা ।

দয়্য । গাত্তো পেবা ।

পুরো । যঃ স্মরেৎ গুণ্ডরীকাক্—

দয়া। যাচ্ছি রেতে পুঁটুরী খ্যাকা—

পুরো। স বাহাভাস্তরে শুচিঃ।

দয়া। সরভাজাতে ভাঁড়ারে—

হলধরের প্রবেশ।

হল। হঁ হঁ হঁ।

পুরো। এই আচমন করলেম, আপনার সহধামিনীর মহাকাৰ্য
করিয়া দিচ্ছি; আর আপনি তো ডাকেন ডাকেন না।

হল। বাল ব্যাপারটা কি ভট্টচা? ?

পুরো। কলসী-উৎসর্গ—কলসী-উৎসর্গ, পিতামাতাকে জলদান।

দয়া। তুমি যাও যাও, আমি এখন কাজ সেরে নি।

হল। আমার লুকিয়ে পুকত ডেকে আমার সর্বনাশ ক'র্বে ঠিক
ক'রেছে? দেদার খরচ ক'চ্ছে, তোমার পুণি প'ড়েছে?

পুরো। মহা পুণ্য দিন,— এক্ষয় তৃতীয়া, সত্য বৃগাণ্ডা, ভোজ্য-
সহিত জলপূর্ণ ঘটদানে সূর্যালোক গমন, স্নানদানে অনন্ত পুণ্য
প্রাপ্তি; শিবগঙ্গা কৈলাস হিমালয় ভগীরথ পূজা যবে হোমঃ—

হল। এখন তুমি থামঃ ;

পুরো। বিষ্ণুপূজা যবদান অনধায় মহাফলঃ শঙ্কুদানং জলপূর্ণ
ঘটদানঞ্চ, দক্ষিণে আর কি? আপনার বাড়ী—এক টাকার
কম তো গৃহিনী দেন না।

হল। ধাঁ কুড়্ কুড়্ ঘটং ঘটং হাঞ্চ মাঞ্চ তঞ্চ নঞ্চ মেলাই জুচ্চুরি

শ্লোক তো প'ড়লে, মনে ক'রেছ কি এই চাল ডাল কাপড়
পয়সাগুলো নিয়ে যাবে ?

দয়্য। চূপ করনা ।

হল। চোপুরাও হারামজাদী ।

দয়্য। কি, এত বড় আস্পর্দা ! আমি বাপ মাকে জল দিচ্ছি, তুমি
আমার সেই বাপ মাকে গাল দিয়ে কথা কও ?

হল। বাপ মাকে জল দিচ্ছ, আমি এত মানা ক'ল্পম, শোনা হ'ল
না ব্যক্তি ? হাবা—

হাবা। এ্যাও !

হল। ফেলে দেত বেটা সব ।

দয়্য। পাগল হ'য়েছ নাকি ?

পুরো। আপনি ও কিরূপ বলছেন ?

হল। বলছি, যদি একটু বেশী দেরি কর, তা হ'লে তোমার
টিকিটি ছিঁড়'বো ।

পুরো। গিন্গী একি অপমান ? আমার কি আর যজ্ঞমান নেই ?

দয়্য। খুব মুখে কাগি পাড়াচ্ছ ! কাগির তো আর বাকি নেই ।

হল। বলি, এই সব জিনিসগুলো এই বামনাকে দিতে হবে ?

দয়্য। হবে না তো কি তোমার শ্রদ্ধ ক'ত্তে হবে ।

হল। ভট্টাচ্, জান আমি ধর্ম্মফর্ম্ম মানিনে—তাগ ক'রেছি;
আমার বাড়ীতে বৃজুকী ?

পুরো। যজ্ঞমান তো আমার নেই, তাই তোমার বাড়ী ক্রিয়া

করান ! গিন্নির অনুরোধে এসেছিলেম, এই লাও সব প্যাছাব ক'রে দি ।

দয়া । জ্যাঠা-ঠাকুর, রাগ ক'রবেন না জ্যাঠা ঠাকুর রাগ ক'রবেন না, ও মিন্‌সে ক্ষেপেছে ।

পুরো । আরে লাও লাও, এমন বাডীতে আমি ক্রিয়া করাতে চাই না,—প্যাছাব ক'রে দি, প্যাছাব ক'রে দি ; আমার কত যজমান আছে ।

দয়া । জ্যাঠা-ঠাকুর, তুমি তাড়াতাড়ি মস্ত ছটো প'ড়িয়ে দাও, আমার বাপ'মা জল পা'ক্ ।

পুরো । লাও লাও বল,—অন্ত বৈশাখে মাসী শুক্রে পক্ষে—

হল । হলধর হালদারের চাল ডাল আমার ঘরে আসুক° ।

দয়া । আহা কেন বিরক্ত কর গা ? জ্যাঠা-ঠাকুর, মস্ত ক'টা ব'লে দাঁও ;—যাও না তুমি বাইরে ।

হল । আচ্ছা, দেখি কতদূর হয় ।

দয়া । আপনি মস্ত ব'লুন ।

পুরো । অক্ষয় তৃতীয়াং তিথৌ, এষাং জলপূর্ণ ঘটং সবস্ত্রভোজাং কাঞ্চনমূলা দক্ষিণায়াং মহেশ ঠাকুরকে দিলুম । লাও এই ফুলটা নিয়ে কলসীর উপর ফেলে দাও ।

হল । আরো কিছু আছে নাকি ?

দয়া । একটু চূপ ক'তে পার না ?

পুরো । বল, সর্বদেবতায়াং প্রসঙ্গোভব, পিতৃমাতৃ তৃপ্ত্যর্থং ময়া

জলদানং কুরু, ইতি অক্ষয় তৃতীয়াং ব্রতং সফলং ভবেত ;
ভোজ্য বস্ত্র কাঞ্চন জলং পুরোহিতে দদে । প্রণাম কর—
দক্ষিণে দাও ।

দয়্য। এই বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চার আনা রেখেছিলুম, এই নিয়তই
আশীর্বাদ করুন ।

হল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, এই সব সহ ক'রবো ?
তা—র—আ—না পরমা দিবি, আবার এই সব ! হাবা ।

হাবা। এঁাউ—এঁাও—এঁাও ?

পুরো। বড়ই অল্পে সারলেম ; এক ঘণ্টা কন্দভৌগ, সমস্ত বিক্রম
ক'রেও একটা টাকা হবে না ।

হল। মনে ক'রেছ কি সব নে যাবে ? হাবা, আমি হাত ধ'রে
বেখেছি, তুই ভাঙ কলসী ।

দয়্য। কি—তোমার যত বড় আশ্পর্কী তত বড় কথা !—আমার
বাপ মার জল তুমি নষ্ট ক'রবে ?

হল। ক'রবো না তো কি ? লাথী মেরে কলসী ভেঙ্গে দেব ;
হাবা বুঝতে পাচ্ছিস্নে ?—কলসী তোল, ভাঙ ।

হাবা। আঁও আঁউ ইঁ । (কলসী তুলিয়া ভাঙ্গিতে উত্তত)

দয়্য। হাবা ! ঝাঁটিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব, কলসীতে হাত দিস্নে
ব'লছি ।

হল। ভেঙ্গে ফেল—ভেঙ্গে ফেল ; ধর্মের মুখে ছাই, খালি খরচ—
খালি খরচ ।

পুরো । আমি অভিসম্পাত ক'রবো—অভিসম্পাত ক'রবো ।

হল । বামনা ! এই তোর টিকি ধ'রে ছিঁড়বো—কি ক'রবি কর ;
জিনিস পত্র সব তুলে নে, কলসী দুটো ভেঙ্গে দে,—দে হাবা
দে—না না থাক্ থাক্, ভাঙ্গিস্নি ভাঙ্গিস্নি ।

দয়া । আহা, তোমার স্মৃতি হ'ক্ ।

হল । ভাঙ্গিস্নি, জল ফেলে কলসী দুটো ঐ দোকানে দিয়ে একটা
পয়সা আন, আমি ধ'রেছি বামনার টিকা—ঈ—ঈ—ঈ—
পুরো । ওরে পাবণ্ড, ছাড়্ ছাড়্—

দয়া । সর্বনাশ-ক'ল্লে—সর্বনাশ ক'ল্লে ! ও মুখপোড়া, মানুষের
চামড়া কি তোমার গায়ে নেই ?

হল । জোছোর বেটা বামনা ! আমার এক মাসের খরচ লুটিয়ে
নিচ্ছিস্ ; নে যা হাবা, এঁা এঁা ভেঙ্গে ফেলি ? তা যা'ক্,
বেশ ক'য়েছিস্ ভেসেছিস্—একটা পয়সা হ'তো । একি !
সব জল তোমার বাপ না গিলেছে ? বিকারের তৃষ্ণা
নাকি !

দয়া । মুখপোড়া, যেমন মনিব তেমনি চাকর ! সর্বনাশ ক'ল্লে—
এঁা, ও আঁটকুড়ীর বেটা হাবা ! জলপুরে আনিস্নি, আমি
খালি কলসী উচ্ছুগুণ্ড ক'চ্ছিসুম ।

হাবা । এঁাও এঁাও এঁাও ।

হল । এটা ভাঙ—ওটা ভাঙ ।

দয়া । বেটা করিস্ কি—করিস্ কি ? ওটা বাবার ।

হল। তোমাব বাবাব বাবাব হ'লেও রাখিনে; বামনা বেটা,

আমাব বাড়ীতে জুচ্চারি!

দয়্য। খবরদার, কলসী দেব না।

হাবা। এঁাপ্ত এঁাপ্ত এঁাপ্ত।

দয়্য। এঁা এঁা এঁা! —বেটা, ছুঁসনে বসছি।

হল। বামনা, তোর টিকি কাটবো,—হাবা, ভাঙ।

পুরো। ওবে ছিঁড়ে গেল—ছিঁড়ে গেল—হাত ছেড়ে দে, বেটা
নবকে যাবি।

দয়্য। কলসী ছাড় হাবা।

হাবা। ছাউ ছাপ্ত ঝাঁউ।

হল। ভেঙ্গে ফেল—ভেঙ্গে ফেল, আমি ধ'রে রেখেছি।

দয়্য। ওর আমাব কি সম্পনাশ ক'লে রে, ওরে এমন ভাতার
কাশামি দবেব যাটে যায় না বে—

হল। তোমাব বেড়া আগুনে পোড়ায় না রে! অলুকুণে বেটা
আমাব মাথা পেলে, তিন চার সের চাল বিাগয়ে দিচ্ছে,
এই জোচ্চোব বামনা বেটার পরামর্শে;—কেমন বেটা—
হেঁইও। (টিকি আকর্ষণ।)

পুরো। ওরে গেলুম বে—

হল। মার টান—হেঁইও—

পুরো। গিঁছি রে বাপু!

হল। হাবা, নেনা কেড়ে।

দম্বা । নেয়ে-লাথীতে মুখ ভেঙ্গে দেব ।

হাবা । এঁও এঁও এঁও এঁই—ই—(কলসী-ভাঙ্গন ।)

দম্বা । ও মুখপোড়া, সর্বনাশ ক'ল্লি !

হল । এইবার তো উপড়িছি তোর টিকি ।

পুরো । নরকে যা—নরকে যা, পাষণ্ড বেটা নরাধম ; ইঃ ইঃ ইঃ

ব্রাহ্মণের মস্তকটা গেল ।

অভিনয়-ভঙ্গীতে কৌতুক-চিত্র ।

প্রথমাস্ক শেষ ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—•••—

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

বহিষ্কারীর কক্ষ ।

হলধর হালদার ।

৩৯। হায় হায়, তাবুছিলুম কি ক'রে কথটা ফেলি, কারে দে
যোগাড়টা করি ?—না নিজেই নাপ্তিনী পাঠিয়ে আমার
ডাকাচ্ছে, কি বরাত—কি বরাত ! আমার এখন শনির
শেষ কিনা, সব সুফল ফ'লছে ; আচ্ছা, দেখলে কি ক'রে ?
হা হাঁ হ'য়েছে,—সে দিন বাজারের সামনে কাঁপ পাতা
কুড়ুছিলুম, ওদের খড়খড়ির পাখী খোলা ছিল বটে, তাই
সেইখান থেকে দেখেছি, তবে আমার চেহারাখানা এখনো
বেশ আছে ! হায় হায় । একবার বাগিয়ে ব'সতে পায়ে
হয়, বছরখানেকের ভেতর সব হাত ক'রে নেব, মায় গায়ের
গহনাগুলি পর্য্যন্ত । নাপ্তিনী বেটা আবার তা'র নাশে
বেটাকে জোটাচ্ছে, দেখছি সে বেটাও কিছু থাকবে ; গোড়ার
কিছু সাঙখুড়ি দেখাতে বলে,—খান গুচ্চার গহনা আর
নগদ হাজারখানেক টাকা ছাড়তে হবে ; বলে, তা হ'লে

আপনার উপর খুব বিশ্বাস হবে। তা সত্যি, জল না দিলে কাণের জল বেরোয় না ; যদি ফাঁকি পড়ি ?—তা হ'লেই তো সর্বনাশ ! ঈশ আমায় ফাঁকি দেবে ?—রাজ্যি শুদ্ধ ফাঁকি দিই আমি ;—ঐ মধুখড়োর গহনা ক'থানা খামকা পাওয়া গেছে, আর বিম্লির তিন হাজার টাকা থেকে হাজার খানেক টাকা—এই দেওয়া যাবে আর কি ; ঠিক কথা—গোড়ায় একটু সরফরাজ না দেখালে, বিশ্বাস ক'রবে কেন ?

প্রদীপ-হস্তে দয়াময়ীর প্রবেশ ।

কেও—কে রে—আলো আনে কে ? নে যা—নে যা ; ওঃ তাই বটে, আমার ঘরের লক্ষ্মী-ঠাকুরণ ! নৈলে এমন আর হিতৈষী কে ? আমার ঘরে আলো ?

দয়্য। কি আপদ গা, ঘরে সন্ধ্যাটা দেখাবো না ?

হল। সন্ধ্যা ?—সন্ধ্যা ভগবান দেখাচ্ছেন, তুই আবার দেখাবি কি ? বেটা সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে, কতটা তেল পুড়ছে বল দেখি ! আর ভাল ভাল পুরান কাপড়গুলো সল্ পাঁকিয়ে নষ্ট ক'লে ! বটে, এখনও দাঁড়িয়ে র'য়েছে ?—এই—ফুঃ (ফুৎকারে প্রদীপ-নির্বাণ ।)

দয়্য। বটে, দাঁড়াও বাতীর ভেতর গিয়ে দশটা প্রদীপ জ্বলে রাখছি ।

হল। না না, ছি ছি, তা' ক'ন্তে আছে ; দেখ, ভূমি বোঝ না কেস বল দেখি ? এই যে পরমা কড়ি বাঁচাই, এঁকি আমার

একলারহ থাক্কে ? অমন ক'রে তেল নষ্ট ক'বো না, আর তেল কেনাঠ বা কেন ? যত কলের পচা সবষে আর চীনের বাদাম ভাজা, র'সো ব'সো গিন্নী, তেলেব কথা ব'ল'তে একটা মনে প'ড়ে গেল, আজ কে শ্রাম' সেকব'র দোকানে একবার তামাকটা টানতে গেছ্লেম, একটা বড মেওয়া একমেব ওবকারীব কথা শু'ন এলুম, কাল বাধবে ?

দয়্য। দিস্ তাও ভাল, সকাগে কা'ল মুখ মেখে উঠে'ছলুম যে গোমার একটা ফরমাস্ ক'রে খাবাব সখ হ'য়ে'ডে শু'নলুম ।

৩ল। খাবাব সখ আমাত ববাবর, খেয়েই ক'তু'র, তু'বে মনের ম'ন তর না ব'লেহ্ তাবি, দে ছাঠ আব খা'ব না ।

দয়্য। কি ওরকাবাটাঠ শু'ন ।

৩ল। মাওরা জিনিস গিন্নি—মাওরা জিনিস ! অহা তা, মনে ক'তেও আমার জিবে জল আসছে . এত দেখ, এহঁ যে গোল-আবু আব এখন পটল উঠেছে, এ ছয়েবহঁ উপরকার সেই আসনা জিনিসটে,—ভারি মোলায়েম, যা'কে আবাগের বেটা টাডানচুড়েব। খোসা বলে গেলে দেয়, সেহু ছহ না একত্ ক'লে বেশ ক'বে জল আছ'ডা দিবে, মধ্যম জালে ভাজা ভাজা ক'রে নাধ্লে,—উঃ কি মিষ্টি—কি মিষ্টি । শবীবের ০= বাড়ে কত । এক একটা খোসা একটা সের ছাধব কাজ করে ।

দয়্য। ও কিপুটে, এবারে খোসা চচ্চডি খাবে তাই ঠাউরেছ ? সাধে লোকে নাম মুখে আনে না ।

হল। তুমি তৈয়ারি ক'রে খেয়ে দেখ দেখি কি জিনিস, আজকাল কল্কেতায় বড়মানুষদের বাড়ীতে খালি রাঙ্গা রাঙ্গা গোলাপী-চালের ভাত, আর ঐ মোগলাই ছিলকি চচ্চড়ি। তেল নুন ছুঁইয়েছ তো সব মাটী সব মাটী,—খালি জল আছড়া—খালি জল আছড়া। তুমি খোসার জন্ত ভেব না, আমি যোগাড় ক'রে এনে দেব।

দয়্য। লোকের দরজা থেকে কুড়িয়ে ? ঐ বা বলে ঠিক, ধন হ'লেই তো হয় না, ভোগ করবার বরাত চাই;—খাইয়ে আসোনি, খাবে কোথেকে !

হল। গিন্নি ! তুমি আমার মস্তের বাথা যদি জানতে, তা হ'লে আর অত ক'বে মুখ-নাড়া দিতে না ; একবার বছর দশেক আগে বাজারে একটা আতা দেখে খেতে সাধ চ'য়েছিল, বাড়ী এসে বাস্তু খুলে একটা পয়সা বের ক'তে গেলুম, তা বুকের ভিতর যে কি ক'রে উঠলো, তা তোমায় বলবো কি ! ওঃ হো হো হো হো—পুল্লশোক কা'কে বলে জানি না ; কিন্তু এর চেয়ে বে বেশী বাড়ি নয়, তা বেশ বুঝতে পারি ; সেই অবধি লোভ হবে বলে আর বাজারে ঢুকি না, ঐ আশে পাশে যা গ'ড়ে থাকে, তাই নিয়ে আসি। ওঃ ওঃ ভাল-কথা—গিন্নী ভেতরে যাও, ভেতরে যাও, এই নাপ্তের আসবার কথা আছে : সুদ দিতে—সুদ দিতে।

দয়্য। খাও খাও, ঐ সুদ খেয়ে খেয়েই পেট ভরাও। [প্রস্থান।

হল । তাই তো, নাপ্তনৌ এত দেরি ক'চ্ছে কেন ? দাঁও ফসকায়
নাকি ?

ইচ্ছের প্রবেশ ।

এই যে নাপ্ত-দিদি, এত দেরি যে ? আমি ছটফট ক'চ্ছিলুম ।
ইচ্ছে । আমরা কখন থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি—তোমার যে
আর গিন্নীর সঙ্গে কথা করোয় না ? (নেপথ্যে দৃষ্টি ও ইঙ্গিত)
ওগো ভিতরে এস না ।

পরামাণিক-বেশে মধুখুড়োর প্রবেশ ।

মধু ! (খোনা-স্বরে) যা'বো কোথায় বাবু, ঘর যে অন্ধকার ।

ইচ্ছে । বাবু, এই তোমাদের পরামাণিক । ওগো দেখ দেখ, বাবুব
চেহারাই দেখ, এই বয়সে কত লজ্জৎ ।

মধু । ঘর ে অন্ধকার, প্রদীপ নেই কেন ?

হল । পরামাণিক-দাদা, কথাবার্তা হবে বই তো নয়, হিসেব পত্র
দেখাদেখি নেই, ও উড়োনচুড়ে লোকের মত বাজে তেল
পোড়ান কেন !

ইচ্ছে । হ'ক না অন্ধকার, বাবুর চেহারা যে দপ্দপ্ ক'চ্ছে, মুখ-
খানা যে জ'লছে ।

মধু । ঠিক ঠিক, বাঃ—বাঃ কি ভুরু !

ইচ্ছে । আবার চোখটী দেখেছ ?—কেমন আড়-নয়ন ! যেন
মদনমোহন !

মধু । কি গোঁফ, যেন মা দুগার সিজী, আমার ফুরথানা নিসপিস
ক'চ্ছে ।

ইচ্ছে । দেখ দেখ, বাবু হাসছেন, কেমন দাঁত—যেন খই ফুটেছে,
শেঁট ত'খানি যেন ফুটী ফেটে র'য়ে'ল, এ দেখে কি আর
মোহন-মানুষ না ভুলে থাকতে পারে । আমিই কমন-কেমন
ক'ছি ।

মধু । বলিস্ কি নাপিনী । তবে চ'লে আর গরে, এ কাজে কাজ
নেই, দু'শ টাকা দেবে ব'লেছে বই তে' নয়, আমি তে'ব দ'শ
ট'কা বোজি ক'ব ক'বাবা, শেনে কি তোকে ধারণ ।

হে ৭ পবামাণিক ভায়ী — ০ পবামাণিক ভায়ী, গোমাব নাপিনী
আমাব মাসী হয়, স্তন্যবের ছিল মালনী মাসী, আমাব
নাপিনী মাসী, আমাব সে স্বভাব নয়, তবে যে ব'ল'ছে তু
ছুঁড়ার কথা—কি জান, তুমিও ০' বোঝ, বিধবার হাতে
প'ড়ে বিষয়টী ব্যবসাদ যাবে, আমি মুকবির হ'য়ে দাঁড়ালে যেমন
ক'রে হ'ক্ বজায় থাকবে ।

ইচ্ছে । সেও ০' তাই খোঁজে, বলে ছোঁড়া ফোঁড়াব হাতে প'ড়লে
সব নষ্ট হবে, তাই একটু ভায়িক্কে-মাহুষ খোঁজে, যা'তে
সম্পাওটুক বজায় থাকে ।

০ল । জাড়াট-বাজী চা'রথানা আছে ব'লে বুঝি ?

মধু। ও চা'রথানা বাড়ীর কথা ক'চ্ছেন কি ? আমার কাছে শুনুন ; এক বামুনবাপ্তর জামগাগুলো যা আছে, সোণা ফলে—সোণা ফলে ! দেখতে হয় না, মাসে আড়াই শো টাকা ।

হল। মাইরি ! মাইরি !

মধু। সিন্তির বাগানথানা—বেড়াও চ্যাড়াও ভোগ কর, আর বছরে হাজার টাকা গুণে নাও ।

হল। পরামাণিক-দাদা—পরামাণিক-দাদা —

মধু। আর পঞ্চাশটি হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ নগদ, সুদ কি হয় তা আপনারা জানেন ।

হল। পরামাণিক-দাদা ! তুমি আমার বাবা—বাবা—ধর্ম-বাবা ! দেখো, যেন ফাঁকি না পড়ি ; 'তোমায় বিশ্বাস ক'রে আমি বিস্তর ছাড়ছি ।

মধু। এঃ বাবু ! নাশে কখনো অবিশ্বাসী হ'তে পারে ? আমাদের হাতে ক্ষুর থাকে, লোকে গলা বাড়িয়ে দেয়, আমরা অবিশ্বাসী হ'লে কি জাতি-ব্যবসা চ'লতো ?

হল। তা ঠিক ব'লেছো—ঠিক ব'লেছো, এ কথা বাস্তব বটে ; তা কাল সন্ধ্যা-বেলা তো ?

ইচ্ছে। কিন্তু বাড়ীতে নয়, সেথায় দেখা ক'ত্তে গোড়ায় তা'র সাহস হয় না ।

হল। তবে কোথায় ?

ইচ্ছে । আমার পরামাণিক তাও ঠিক ক'রছে ।

মধু । কাণীঘাটে—আমি বাসা পর্য্যন্ত ঠিক ক'রেছি ।

হল । গোল হবে না তো ?

মধু । সে ভদ্র-ববের মেয়ে যেতে রাজি, আর আপনি ভাবছেন ?
এমন যাত্রণা আমি ঠিক করি ! মোকদ্দম ই গহনা আর টাকা
যা দেবেন ব'লেছ, আমার হাতে দিতে চবেন, সে লজ্জার
আপনার সামনে কিছু চাইবে না ।

হল । ও তোমায় দিতে পারি পরামাণিক, যদি তুমি এক কাজ
কর, হঠাৎ কানজে আমি একখানি আমমোক্তারনামা
লিখিয়ে নিম্নে যাব, সেহটী যদি সহ করিয়ে দিতে পার ।

মধু । সে হচ্ছের তা ?

হল । দেখিস্ বেটী নাপ্তের কি, তাকে মাসী ব'লেছ ।

ইচ্ছে । একটু বাব একটু সেজেগুজে যেতে হবে, ও কাপড়
চোপড়ে গেলে কি ভাল দেবাবে ?

হল । তাই তো বাবা, আমার সব কাপড়ই যে এই রকম কাছ,
ছাড়া ।

মধু । কাছা দাও না কেন ?

হল । ও একটা নামতার হিসেব, ওতে বেশ বাঁচে, নামতা কি
জানিস্,—

কাছাকে কাছা—

কাছা ছকুনে গানছা—

গামছা ছুকুনে চাদর—

চাদর দেড়ে ধুতি । বুঝলে ?

হচ্ছে । তা হবে না বাবু, আজকের দিনে একখানা ভাল কাচা
কৌচাওয়াল্য কাপড় প'রতে হবে, গায়ের একটু খোস্বো
মাখতে হবে ।

হল । তুই বেনী যে আমার দেউলে পড়াবি দেখছি ।

ইচ্ছে । তা কি ক'রবো বাবু, মেয়ে-মানুষের মন কি অমন
ভোলে ! ও কাছাখোলা মূর্ত্তি দেখলে সে ছুটে পালাবে ; সে
একে নিজেই পেলায় বাবু ।

হল । আমার বড় কাপড় নেই যে বাবা ।

মধু । পাঁচটা টাকা হ'লে একজোড়া ভাল কালাপেড়ে ধতি
উড়ুনি হয় ।

হল । পাঁ—চ—টা—কা—কাপড়ে ! মেরে ফেল বেটা—আমায়
মেরে ফেল ।

মধু । তবে যাক, সিমলের আশুবাবু আমার ওর জন্তে সাধাসাধি
ক'চ্ছে, পাঁচ হাজার টাকা খরচ ক'ন্তে চায়, আমার হু' কাঠা
জায়গা কিনে দিতে রাজী । উঃ বল কি, এক বামনবস্তির
জায়গা মাসে নিখরচা আড়াইশো টাকা ; ও ইচ্ছে, চল আশু-
বাবুর কাছেই যাই,—নতুন বো তো তোকে ব'লেছে, হালদার
মশাই রাজী না হয়, আশুবাবুকে আনিস ।

হল । কে আশুবাবু?—সেই এশো? তোর হাতে ধ'চ্ছি বাবা

পরামার্গিক, এত গেছে না হয় আরও পাঁচটা টাকা যাবে ;
কিন্তু বাবা, আমি নিজে হাতে ক'রে অত টাকার কাপড়
কিন্তে পারব না, মানুষ-খুনকরা কাজ আমা হ'তে হবে না ;
তোকে আমি দিচ্ছি, একখানা ধুতি চাদর এনে দিস্ ।

মধু। এই দেখ তো—আমাদের বাবুর কি পাটা নেই !

ইচ্ছে। আর খোস্বো ?

হল। বাতের জন্তে হাঁসপাতাল থেকে এনেছিলুম—খুব ভাল
টারপিন্ তেল আমার ঘরে আছে, তা'ই মেখে গেলেই হবে ।

মধু। তবে আর কি—টাকা ক'টা দেন, আমি যাই কাপড়
আনতে হবে, কৌচাতে হবে ।

হল। দাঁড়া বাবা দাঁড়া আনছি ; আচ্ছা, এক বেলার জন্তে বই
তো নয়, কোন রজকের কাছ থেকে দু-চার পয়সা দিয়ে ভাড়া
ক'রে আনতে পারবে না ?

মধু। এক বেলার জন্তে কি গো ? বিষয়ের টোপী হবে, রোজ
যাওয়া আসা ক'রবে ।

হল। হাঁ হাঁ তা'ও তো বটে, ঠিক ঠিক—আচ্ছা, পাঁচ টাকা
পুরোই লাগবে ? তিন টাকায় হবে না ?

মধু। উছ' ।

হল। সাড়ে তিন ?

মধু। খেলো হবে ।

হল। নে পোনেচার ।

ইচ্ছে । উনি গোড়ায় এমন কিপ্পিয়ারি ক'চ্ছেন ! ও আশু-বাবুর
সঙ্গেই মিলবে ।

হল । না না চার—কথা ক'চ্ছ না?—সাড়ে চার হ'ল—

মধু । ইচ্ছে ! কথা শুনেই আমাকে দশ টাকা দিয়েছেন ; তুই
কেন এ জঞ্জাল ঘটালি বল দেখি ?

হল । ওরে পাঁচ রে বাবা পাঁচ—ও নাপিতনী-মাসী পাঁচই হবে ;
আশুবাবুর বাপ নির্ঝংগ হ'ক ! দাঁড়া বাবা—দাঁড়াও মাসী
একটু রও, আমি খুঁজে পেতে পাঁচটা টাকা যোগাড় ক'রে
আনছি ।

[প্রস্থান ।

ঠেছে । এই তো বেটা ঠিক প'ড়েছে, এবার আমার কি দেবে
বল ?

মধু । তোমায় তো বলেছি খুড়ী, নগদ পঞ্চাশ টাকা দেব, আর
শুধু ও পঞ্চাশ টাকাই বা কেন ? তিনকুলে আর আমার
কে আছে । তোমার বাড়ীতে একটা আস্তানা রেখেছি,
যে দিন গাঁজা খেয়ে শিবনেত্র হ'য়ে শিঙ্গে বাজাব, সে দিন
গঙ্গায় টেনে ফেলে দিয়ে, তা'র পরদিনে যা কিছু থাকবে,
তুমি নিয়ে গিয়ে কাশীবাস ক'রো ; আমার খুড়ী মাসী পিসী
সবই তো তুমি । ভাল কথা—মেয়ে-মানুষ ঠিক হ'য়েছে তো ?

ইচ্ছে । বেগেটোলার বিলেস, সদী গয়লানিকে দিয়ে তা'কে
ঠিক ক'রেছি—সেই দাসেদের নতুন-গিন্নী সাজবে । আকোল

দেখদিকি হতভাগা মিন্‌সের, টাকার জন্তে সতী-লক্ষ্মীর
সর্বনাশ ক'ত্তে চায় । এখন যাও, সন্ন্যাসী সাজবে না ?
আসল কথা বুঝি ভুলে গেলে ?

মধু । এই কাছেই সব বেধে এসেছি ; তবে তুমি এদিক্‌কার সব
বাগিয়ে রাখ, আমি বাঁ ক'রে সাজ বদলে আসছি । মন্থ
ছোঁড়ার জন্তে খুব বহুকুপী হওয়া গেল ।

[প্রস্থান ।

হলধরের পুনঃ প্রবেশ ।

হল । পরামাণিক-

ইচ্ছে । সো কি আর দাঁড়াতে পারে ? আজ বোসেদের বাড়ীতে
তা'র কামান, সে চলে গেল ; বা দেবে আমাব হাতে দাও ।

হল । মাসী, তুমি নেবে ?—এই নাও—এই পাঁচ—চ—টা—কা !
দেখ করকরে—বিবির মুখ—এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ ।
এই নাও বুঝে পেলে ? উজ্জ্বল নাপ্তনী-মাসী দেখ্‌ছ—
দেখতে পাচ্ছ ?

ইচ্ছে । কি ?

হল । দেখ্‌ছনা কাঁদছেন—মা কাঁদছেন—আমার সিন্দুক ছেড়ে
ধেতে মহারানী মা'র চক্ষু হুটী দিয়ে জল গড়িয়ে টাকা-টাদের
বুক ভেসে যাচ্ছে ! মাসী, এরপব কাপড় চাদরটা আমার
বেচে দিও—নিদেন আধা আধি দাম তো হবে ।

ইচ্ছে । তা তখন দেখা যাবে ।

[প্রস্থান ।

দয়াময়ীর প্রবেশ ।

দয়া । ওগো, বামুনাপাস এসেছিল, ব'ল্ছিল যে, একটা পাত্র আছে,—একটু ইংরোজ মেজাজ ; তোমার কাছে কিছু চায় না, ওর যা আছে, তা'ই দিলেই কুস্তলাকে বে করে ; তা কি বল ?

হল । দূর বোকা মাগী, আপনার ভাল বুকিস্নে, কুস্তীর বের জন্মে লালায়িত হ'য়ে বেড়াচ্ছি ! “ওর যা আছে তা ত'লেই বে করে,” তবে কিনা গায়ে যা গহনাপত্র আছে—আর দশ হাজার টাকা দিতে হবে . তোর কি কোন জন্মে বুদ্ধি হবে না ?

দয়া । মেয়েটী যে পোনের পার হয়, জাতটা একেবারে গেল যে ?

হল । জাত কিসের—জাত কিসের ? জাত তো খালি খরচের জন্মে ; তুই কানিস্, ঐ খরচে-জাতের জন্মে আমি হি'ছমানি ছেড়ে দিয়েছি ; আমি ত এখন ছোকরাদের দলে, কিছু মানিনে ।

দয়া । আচ্ছা, তুমি হ'লে কি ?

হল । যা হই না, তোর কি ?

দয়া । হওগে—উচ্চর বাওগে, তা'তে আমার ক্ষতি নেই,

মোদাৎ বুড় বয়সে আবার কি রীত হ'চ্ছে ? আমি আড়াল থেকে কতক শুন্ছিলুম, ঐ ব্রজদাসের স্ত্রীর কথা কেন হ'চ্ছিল ?

হল । কেন হ'চ্ছিল—কেন হ'চ্ছিল ? সে তার বিষয়ের আমাকে টোপী ক'ত্তে চায় ।

দয়া । বছর বাহনের ছুঁড়ী—সে তোমায় টোপী ক'র্বে । আমি কিছু বুঝি না, বটে ?

হল । আমার যা খুসী তা'ই ক'র্বো, ও-সব কথায় তোর কাজ কি ? হাবা—হাবা—

হাবার প্রবেশ ।

হাবা । এ্যাও—এ্যাও—

দয়া । হাবাকে ডাকছ কেন ?

হল । এই নে যা'ত বেটাকে বাড়ীর ভেতর ; বাড়ী হঃ হঃ টঃ নে যা ।

হাবা । আও আও আও ।

হল । হাঁ হাঁ ষ্টেনে নে যা, শীগুগির আসিস, তোকে আবার আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে ।

হাবা । আঁউ আঁউ আঁউ ।

দয়া । থাম্ বেটা ।

হাবা । এ্যাও—এ্যাও—

হল। নে যা না—

হাবা। উ আউ উ।

দয়া। বাঁটা খাবি, ব'লে দিলুম।

হল। নে যা বলছি হাবা—টেনে নে যা : গিন্নী যাও, নইলে একটা কুরুক্ষেত্র হবে।

দয়া। আচ্ছা থাক্ মড়া, যদি ঘুণাকরে কিছু টের পাই—তা হ'লে আমি গলায় দড়ি দেব।

হল। সর্কনাশ। সর্কনাশ। আমি বেঁচে থাকতে অমন কাজ করিসনে ; তা হ'লে আমি একেবারে মারা যাব ন

দয়া। দেখনা—ভগে দেখনা, তখন কেমন মজাটা টের পাবে।

হল। ওরে তখন টের পাব কি ?—যা সর্কনাশ হবে, এখন তা যেন চ'পে দেখতে পাচ্ছি ; পাহারাওয়াল আদবে, জমাদার আদবে, মুচোড় দিয়ে কত আদার ক'র্বে, তা কে জানে ! তা'রপর কল্কেতায় বাঁশে বাঁধবার রেওয়াজ নেই—খাট কিন্তে ন' দশ আনা লাগবে ; সে আবার এখানে নয়, এখান থেকে মেটুক্যাল কালেক্স, সেখান থেকে মিমতলা ; বোষ্টম বেটারা বিস্তর হাঁকবে, ঘাটে আবার তিন টাকা সাড়ে সাত আনা—

দয়া। ও অলপ্পেয়ে বুড়ো, আমি ম'লে তোমার ছুঃখ হবে না ! খাট কিন্তে পোড়াতে খরচ হবে, সেই সর্কনাশ হবে ব'লে ভাবছো ?

হল। হাঁ হাঁ ; আমি ম'লে যা হয় করিস্, তখন বেওয়ারিস্ লাস
ব'লে কোম্পানীর বাড়ে প'ড়বি, আমার খরচা বেঁচে বাবে ।
দয়া। বটে ? যদিও না দিতুম গলায় দড়ি, তোমায় খরচ করাবো
ব'লে আরও দেবই দেব ।

[প্রস্থান ।

হল। ওরে হাবা, দেখ্ দেখ্ গলায় দড়ি দিতে গেল, বেটা—গলায়
দড়ি দিতে—(গলায় দড়ি দিয়া দোলবার ইঙ্গিত ।)

হাবা। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—(করতালি, হাস্ত ও তদ্রূপ-করণ ।)

হল। যা'বেটা, যা যা—দড়ি ফড়ি থাকে তো লুকিয়ে ফেল্ ।

হাবা। আঁ আঁ আঁ ।

[প্রস্থান ।

হল। দড়িই বা খরে কোথা যে গলায় দেবে ।

সন্ন্যাসীবেশে মধুখড়োর পুনঃ প্রবেশ ।

মধু। বোম বৈষ্ণনাথ ভোলানাথ কালীশ্বর বিষ্ণেশ্বর !

হল। কেবে বেটা—কেবে বেটা জোচ্চোর ?—একেবারে যে
ঘরের ভেতর !

মধু। তেরি নাম হলধর হালদার ?

হল। আমার বা খুসী নাম হ'ক না, তো বেটার কি ?

মধু। কুচ্ নেই বাবা কুচ্ নেই—

হল। বেটা ভিক্ষে ক'ত্তে এসেছ—ভিক্ষে ক'ত্তে এসেছ ?
জানিস্নান আমার কালা অশোচ হ'য়েছে, এই দেখ্ বেটা,
কাছা স্বহান ত্যাগ ক'রে গলায় উঠেছে।

মধু। নেই বাবা কুছ নেই মাংতা—তোমকো কুছ দেবেঙ্গে।

হল। দেবেঙ্গে কি বাবা ? বাঙ্গালা ক'রে বল—কিছু দেবে ?

মধু। হাঁ বেটা, বেটা, তেরি ভাগ বড়া ভালা ছায়, এক ষাপ
করতে করতে খোড়া সোণা বনগিয়া পা, আবি হুকুম ছয়া
তোমকো দেনে—

হল। হুকুম ছয়া—কেয়া হুকুম ছয়া বাবা ?

মধু। বাবাকো,—আউর কিছো ? ইচ্ছা থা গঙ্গাজীমে ডাল্দি,
পরন্ত স্বপন ছয়া, সোণা লেকর হ'লধর হালদার কো দে আও,
তু'তো হ'লধর হালদার ?

হল। ও বাবা, আমার চোদ্দ-পুরুষ হ'লধর হালদার।

মধু। লে লে বেটা লে লে—(স্বর্ণ প্রদান ।)

হল। এ সোণা ! দেখি কষ্টি-পাথরে একটু ক'সে দেখি ।

[প্রস্থান ।

মধু। মন্থ এখনও বুঝতে পাচ্ছে না, তার কাজ আমি কত
এগুছি ; আচ্ছা বাবা, তোর ক'নে আমি তোকে জুটিয়ে
দ্বিচ্ছি, গাঁজার খরচাটা কিন্তু দিস্ ; দিন আটটা পরসা বই ত
নয় ; এ যদি না পারিস্ বাবা—

হলধরের প্রবেশ ।

হল । বাবা, দেখ দেখ ঠিক সোণা হায়, কষ্টি-পাথরমে ঘসা হায়,
ঠিক মিলে গেছে হায়, একুশ টাকার দর, বাবা কাঁহাসে
ছয়া ? হামকো এই ভেকীটা শিখায়ে দাও, তোমকো হাম—
হাম—হাম—

মধু । হাম হাম কর্তা হর কেয়া ?

হল । হাম তুমকো, তুমকো হাম—হাম তুমকো, তুমকো হাম—

মধু । কঃ কুচ্ দেওগে ?

হল । বাবা আমি গরিব নাবালক ব্যাচার হায়, কোথা কি পা'গা
যে দেগা হাম । আমার গিন্নী—ইত্তিরি—মাগুয়া গলায়
দাড়ি দিয়া মরগিয়া, এই দেখ হামার কাছা গলায় ছয়া,
ভাঁড়ার কো চাবি উন্কা কাছে, নেই তো একমুঠো চাল
দিতে পার্তা ।

মধু । কা হাম তুমকো সোণা কর্তনে শিখায়েঙ্গে—আউর তু এক
মুঠি চাউল বি নেহি দেগা ?

হল । কি করোগা ? ভাঁড়ারকো চাবি লেকে ইত্তিরি লোক গলায়
দাড়ি দিয়া ! হাঁ বাবা সত্যি বোলো, তুমি সোণা কর্তনে
পার্তা হায় ?

মধু । কা তুম বিশ্বাস কর্তা নেই ?—আবি সব ভাখ কর দেগা ।

হল । হাঁ বাবা, তুমি ভস্ম ক'ন্তেও পার্তা ? তা হ'লে আমার

আর একটু উপকার করা বাবা ; হাষার ভায়ী হায়, পোনের
বছরকা মাদী—বিয়ে নেই হোতা, ওকে ভয় ক'রে দিতে
পার বাবা ? তা হ'লে আমার অনেক টাকা বজায় থেকে
যাগা ; পোড়বার খরচ পর্যন্ত লাগেগা নেই ।

মধু । আরে পাপী, কেয়া বোলতা—

হল । রাগ ক'লে বাবা ? ষাট ছয়া বাবা ষাট ছয়া, থাক্নে দেও
বেটীকো ;—আমাকে সোণা ক'রে দাও ।

মধু । লে আও কুছ চাঁদি—এক চোরানি—

হল । সিকি ?—বাবা গাঁঠে বাধাই আছে, কলুরা সূদ দিয়ে
গিয়েছিল, তুলিনি এখন । (চাঁদি দেখান ।)

মধু । আচ্ছা হাত বন্দ কর—কেঁও উড়ায় দে ?—

হল । সে কি বাবা, আমার সব ডানা-কাটা পরলা, তুমি উড়িয়ে
দেবে কি ?—সোণা ক'রে দাও ।

মধু । এ্যাঃ তেরা বড়ি লালচ ; ত্রিং ত্রিং ত্রিং ত্রিং ত্রিং ত্রিং ফুট
ফাট ফটাস্—বস্ দেখো খুল্কে ।

হল । এ্যা এ্যা তুমি কে বাবা—তুমি কে বাবা ? কি ঠেকালে
বাবা ?—সিকিটা গিনি হ'য়ে গেল ! ঐ কি পরেশ-পাথর
হায় ?

মধু । হাঁ ।

হল । তবে বাবা একবার আমার দাওনা বাবা, যা ছ একটা পরলা

ঘরে আছে, সব ঠেকিয়ে ঢুকিয়ে নিই—লোহার সিন্দুকটাতেই
ঠেকিয়ে নেব এখন ।

মধু । তোমরা হাতমে হোগা নেই ।

হল । কেন ?

মধু । পহেলা তোমরা অশৌচ ছাড়া, ফের—

হল । মিছে কথা বাবা—মিছে কথা, জন্মে কখন আমার অশৌচ
ছাড়া নেই ; হস্তিরিকা কই-মাছকা প্রাণ—এক মরবার গা !
তবে পেটমে কাঁড়ি কাঁড়ি দেগা কে ? বাড়ী'ব ভিতর জল
জাস্ত ব'সে তার ; এ মিছে কাছা, মিছি মিছি—সব জোচ্চোর
ভিখারী আসতা, তাডাবার জন্তে একটা কাছা কোমরে
জড়ায়ে রাখতা ।

মধু । কেয়া তোম্‌ কুটা আদমি ? তব হাম্‌ চলে । (প্রস্থানো-
গত)

হল । ও বাবা বেও না বাবা, তোমার অগগণ সন্তানকা পাখবঠো
দেগা বাবা ?

মধু । বিনা পুণ্য কর্নেসে পরেশমণি মিলতা ছায় ?

হল । আমি বড় পুণ্য করি বাবা বড় পুণ্য করি, এক বেলা বই
খাতা নেই ; দেখ পরম বৈষ্ণব—কাছা ঘুচ্‌ গিয়া ।

মধু । ও নেহি, ও নেহি ; দান, যাগ, হোম কর্নেন হোগা ।

হল । তা কি কর্নবে বাবা—এইখানেই হোম টোম কর্ননা বাবা.

আমি চুপি চুপি গিয়ে কলুদের বেড়া থেকে খানকয়েক ঘুঁটে লুকিয়ে খুলে আনি ।

মধু । হিঁদ্রা নেই, শ্মশানমে হোম হোগা ।

হল । আমার বাড়ীও অনেকটা শ্মশানেরই মত, একবার দেখ না সত্ত্ব ফল ফল্বে এখন ।

মধু । নেই নেই কালীঘাটকো শ্মশানমে হোম কর্বে হোগা, আউর দান কেয়া করোগে ?

হল । দান—দান ? সে কা'কে বলে বাবা ? বাজারে যেমন ফড়েদের কাছে তোলা তোলে—দান নেয়, একি সেই দান বাবা ?

মধু । দানকা নামভি জান্তা নেই ?—হাম অযোধ্যামে এক তলাও, আউর ধরমশালা, ঠাকুরজীকো দেনেকো মানস কিয়া ; উস্মে দশ হাজার রূপেয়া খরচ পড়েগা, যো অহি দেগা উস্কো পরেশমণি দেয়েঙ্গে ।

হল । কত ব'লে ? দশ—হা—জার—

মধু । হাঁ হাঁ, ভুলুবাবু আট হাজার দেনে মাত্রা, হাম উস্কো কল্পুস্ বোল্কে চলে আয়া ।

হল । দ—শ—হা—জা—র !

মধু । আরে বেকুব, এক এক ঘণ্টেমে হাজার হাজার মৌণ হোগা, সোণেকো পাহাড় বানায়কো উস্কা উপর পড়ে রহোগে,

খালি বহুবাজারসে পুরানা লোহা লেয়াও, পাথারসে মেলাও,
সোণেকি চান্দর, সোণেকি কড়ি, সোণেকি জিজির—

হল । দেখ বাবা, আর ব'লো না আর ব'লো না, আমার মুণ্ড ঘুরে
বাতা হার! লোভ সামলাতে পারতা নেই;—উঃ সোণার
পাচাড়! ওরে মন আমার, দে রে দে রে ঐ কুস্তলার দশ
হাজার দে রে;—ওরে সিদ্দুক! ভয় নেই ভাই, ভয় নেই
ভাই, পাথর পেলেই তোকে হাজার পার্শেণ্টো সুদ শুদ্ধ
ফিরিয়ে দেব; দেখো বাবা সন্ন্যাসী-ঠাকুর, টাকাগুলি শরীরের
বুকের গোরক্ক—খোয়াব না তো? আমি শুনেছি, কোন
কোন সন্ন্যাসীরা জুচ্চুরিও করে।

মধু । কেয়া—আ—(ক্রোধে প্রস্থানোত্তত ।)

হল । ও বাবা, যাও বে—যাও বে? না না আমি দেগা।

মধু । নেহি মাংতা—

হল । ও বাবা, ও বাবা (পা জড়াইয়া পতন ।)

মধু । হাম জুরাচ্চোর,—হামকো মং ছোঁও!

হল । অপরাধ নিও না বাবা অপরাধ দিও না, আমি টাকা দেব।

মধু । নেহি মাংতা!

হল । এখুনি দিচ্ছি।

মধু । তেরা রূপেয়া হাম ছোঁয়েগা নেই, হামকো বানে দেও।

হল । ঘাট হরয়েছে হার, ঘাট হ'য়েছে হার,—

মধু । ছোড় দেও পা ।

হল । আমার গলায় পা দাও, মেরে ফেল ।

মধু । আচ্ছা এক পায়ের মে খাড়া রহো, হাম ধিয়ান কর্কে
দেখে, তোমরা রুপেয়া লেপা কি নেহি ?

হল । ক্রোধ সঘরণ ছয়া বাবা ? এই আমি এক পায়ে দাঁড়াতা
হায় ; (মধু ধ্যানস্থ ও হলধর একপদে দণ্ডায়মান ।)

মধু । কপেয়া লে আও ; কাল রাত ঠিক বারা বাজে কালী-
ঘাটকো শ্মশানমে যাও, হ'য়া তুমুকো পাথর, আউর মস্তর দে
দেগা, যাও রুপেয়া লেয়াও ।

হল । কাল দেবে—আজ না ? টাকা—টাকা—টা কালকে
তখনি দিলে—

মধু । বদবক্ত । (প্রস্থানোত্তত ।)

হল । ও বাবা ও বাবা, আবার রাগলে ? চোরকুঠুরিতে আও ।

[গৃহান্তরে উভয়ের প্রস্থান ।



দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ ।

রাজপথ ।

মন্মথ ও ইচ্ছে ।

মন্মথ । সত্য বলছি—আমি এই তোমার বাড়ী থেকে খুঁজে আসছি, খুঁড়ে কোথা ? সেই যে তবু শু সকালে একশ টাকা নিয়ে এলো, তা'রপর আর দেখাটি নেই ; কি ক'ল্লে ?

ইচ্ছে । আজ বাছা, টাকা ক'টি তোমার গেছে, জ্বাবে মত পেলে--আমারও অনেক দিনের সাধ ছিল, তা'ই আমার জন্তে একটি দিশি মুক্তোর নোলক কিনে ফেলেছে ।

মন্মথ । ইচ্ছে-দিদি, তামাসা ক'রো না, নোলক পরিবার সাধ হ'য়ে থাকে, আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'লে তোমায় তা'ই দেব ; এখন আমার কাজ কতদূর এগুল, জ্বন তে বস ?

ইচ্ছে । কাজ যা' তা তোমার খুঁড়োর মুখে তো শুনোছ—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ !

মন্মথ । ছিঃ ইচ্ছে-দিদি, তুমি রাগ ক'ল্লে ?

ইচ্ছে । রাগ কিসের ভাই ? মোদাৎ তোমার যে এ স্বভাব, তা আমি জানতুম না ; ফটি নটি ক'রে বেড়াও—কিন্তু আসলে খাঁটা ছিলে, আমার জ্ঞান ছিল ।

মন্মথ । এখন কিসে আমার অর্থাটা দেখলে ?

ইচ্ছে । আবার কি দেখতে হয় !—তুমি ভদ্র-লোকের বাড়ীর
মেয়ে বা'র করবার মতলব ক'চ্ছ ।

মন্থ । ছিঃ ছিঃ ইচ্ছে-খুড়া, তুমি তা ব'নো না, আমাদের এ
পবিত্র প্রণয় ।

ইচ্ছে । হ্যাঁ গো হ্যাঁ তা আমি জানি, তোমাদের ইংরেজি প'ড়লেই
পবিত্র প্রণয়—গোলটা নেই ; আর আমাদের সেকেলে ধরণ
হ'লেই কেলেঙ্কারির ঢাক বাজে । ভাল যা হ'ক, খুব পড়া
পড়াতে গিয়েছিলে ; পড়নি মেরেব পায়েও গড় করি ।

মন্থ । আচ্ছা, ও-সব কথা আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব, এখন কি
হ'ল—জান ত বল ?

ইচ্ছে । আমি বাছা কিছুই জানিনে, তোমার খুড়োর সঙ্গে কখনও
দেখা হয়, তখন জিজ্ঞেস ক'রো ।

মন্থ । খুড়া কোথায় ?

ইচ্ছে । কে জানে কোথায় ঞ্চশানে মশানে প'ড়ে আছে ; আজ
তিন দিন হ'ল সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেছে । (প্রস্থানোদ্যত)

মন্থ । কোথা চ'লে—ও খুড়ী ?

ইচ্ছে । আবার পেছ ডাকে ।

মন্থ । বলি যাচ্ছ কোথায় ?

ইচ্ছে । পাপ-মুখে ব'লতে নেই—কালীঘাটে । [প্রস্থান ।

মন্থ । কি গেরোর প'ড়লুম গা ? কুস্তলাকে একপ্রকার আশ্বাস

দিয়ে এসেছি, এক গাঁজাখোরের পাল্লার প'ড়ে কি সব ম্যাটী হ'ল। খুব ধড়ীবাজ দেখেই ধ'লুম, মনে ক'ল্লেম ও নিশ্চয় পারে। এই যে বীরুবাবুর কাছ থেকে তা'র ভাইপোর বিষয় কি ক'রে আদায় ক'ল্লে ! আদালতে যেতে হ'ল না, কিছু না। অবশ্য একটা মংলবে আছে, কিছু ক'চ্ছে ; ওর যে মেজাজ পাওয়া তার, খলে ত কিছু ব'ল্বে না। দূর হ'ক্গে, ভাবতে আর পারিনে ;—দেশ ছেড়ে বাড়ী ছেড়ে কি কাচ্ছ দেখনা !—তা বেশ, বাড়ী নিয়েই বা কি ক'র্ব্বো ? মধুখুড়ো কিছু না ক'তে পারে, একবার শেষ কৃষ্ণলার পায়ে ধ'বে সব ব'ল্বে, সে আমার না হয়—সব চুলোর দিয়ে, যা কিছু আছে নিয়ে বিলেত ফিলেত যুরে বেড়াব ।

মধুখুড়োর প্রবেশ ।

মধু । হেউ হ্যা—হ্যা—হ্যা—

মন্মথ । কেও কেও খুড়ো—খুড়ো ? আমি তোমার কত ধ'জ্জিছি ? তুমি নাকি সন্ন্যাসী ক'রে গেছ ? ইচ্ছে খুড়ী যে ব'ল্লে ।

মধু । তফাৎ তফাৎ—নবাব খাঁজহেখা মাল সেলেমুদৌলা মধুচক্র রায় রাজা রাণা বাহাদুর C.S I A.B.C.D.E.Z. চল্তা ছায় ।

মন্মথ । খুড়ো, কি বক্ছো—শোন না ।

মধু । হরকরা, হাম্‌সে কোন বাত কর্ত্তা ছায় ?

মন্থ। তামাসা রাখ—তামাসা রাখ খুড়ো, একটা কথা বলি
শোন।

মধু। এই চৌঘুড়ী লেয়াও, চৌঘুড়ী লেয়াও, হাম দাঁড়াতে পারতা
নেই।

মন্থ। খুড়ো, আজ বুঝি খুব নেশা ক'রেছ ?—আমার চিন্তে
পাচ্ছ না ?

মধু। তোম্ কোন্ হার ?

মন্থ। আমি মন্থ।

মধু। আরে মন্থ তা জানি, কিন্তু আমি তোমাস্ চেন্বার কি
ধার ধারি ; আমার বাপের নাম রাণী রাসমণি, ছগলীর
পোলের নাভী, মহুমেন্টের প্রপৌত্র, তোমার চিন্বে কেহে তুমি
ছুঁচো বেটা মন্থ ? মন্থ—মন্থ তা কা'র কি কলা ?

মন্থ। খুড়ো, ঠাট্টা ক'চ্ছ না কি ক'চ্ছ, কিছু তো বক্তে
পারচ্ছিনে।

মধু। বাবা, ছ'দশ হাজার টাকা সদা সর্বদা ট্যাঁকে ফেবে, নবাব
মধুখুড়ো উল্লা রায় বাহাদুর বা'র তার সঙ্গে বড় ঠাট্টা
করে না।

মন্থ। খুব যা হ'ক্, একটা কাজের ভার নিলে, তা'রপর যাচ্ছে-
তাই নেশা ক'রে বেড়াচ্ছ।

মধু। জলদি জলদি গাড়ী তৈয়ার কর—জলদি।

মন্থথ । আমি বা জিজ্ঞাসা করুম তা'র উত্তর দিলে না, কিনা খালি
মাতলামি ক'ত্তে লাগলে ?

মধু । বেয়াদব ! বাৎ নেই স্তনতা ?—সোয়ারী—সোয়ারী, ঠিক
এগাব বাজে হাম্ গাড়া মাংতা ; ভালাজুড়ী ।

মন্থথ । বেশ ক'বেছ—আমার যেমন বুদ্ধি, এক গের্জেলা ধ'রেছিলুম
তা'র উপযুক্ত ফল ত'য়েছে ; বা ইচ্ছে তাই করগে, আমি
চলুম ।

মধু । খবদদার খাড়াবরু । ৩ঃ বুঝিছ, খালি মুখস্থর জোনে
একজামিন—গুলোতে পাশ ত'য়েছে ! বিজোসাধি কিছুই
হয়নি, একটা কপার হি'য়ালি বুঝতে পার না ? লেও হাত
বিস্তার করকে পাতো, দশ হাজার কপেয়াকা নোট লেও,
'প্তনতি কর—ঠিক দেখো, খাতাজিকা পাশ জমা দেও !

মন্থথ । এফি !—সতি সতিঃ বে হাজার টাকা ক'বে দশ কেতা
নোট !—এ কিসের টাকা, কোথায় পেলে ।

মধু । খাজনা আরা—খাজনা আরা—

মন্থথ । না খুড়ো, তামাসা রাখ—বাংলা ক'রে বল, আমার মন বড়
ধুকপুক ক'চ্ছে !

মধু । বাবা, পোড়ো মাষ্টারে মিল,

সোজায় কি লাগে খিল ।

একটু ধুকপুক করুক না ।

মন্নথ । খুড়ো, একি কুস্তলার টাকা !—আদায় ক'রেছ ?

মধু । তুমি তো ভারি বেয়াদব, একটা নবাব সুবো লোক দেখ্‌ছো, না চাইতে দশ হাজার ঝেড়ে দিলে ; আর ব'ল্‌ছ আদায় ক'রেছ, একি বিল-সরকার পেয়েছ ?

মন্নথ । খুড়ো, তুমি বুঝ্‌ছ না, যদি কুস্তলার টাকা আদায় ক'রে পেয়ে থাক, তা হ'লে তুমি আমার বাপের কাজ ক'রেছ।

মধু । থ্যাঙ্ক ইউ জেন্টলম্যান ! যাঁ ক'রে এক গ্রেড্ প্রমোসন দিয়ে দিলে ; ছিলুম খুড়ো—হলুম বাবা । নাও নাও, রাত্রি এগারটার সময় খিড়িকির দরজা'র একখানা তুলে গাড়ী যেন হাজির থাকে, হলধর—হুঃ গুণ্ডটার নাম ! ওই হালদারে বেটাকে আটকে রাখা যাবে এখন, তুমি সেই সুযোগে কুস্তলাকে ফুল-তোলা ক'বে কারাফি যোগে দমদমা তক্, পরে রেলযোগে নৈহাটী মোকামে যাত্রা করহ—হুকুম শ্রীমধু-লাল জাঁহাবাজ খাঁবাহাজর !

মন্নথ । খুড়ো, তুমি আমার জন্মের মত কিনলে !

মধু । কিনলুম বটে বাবা, কিন্তু আপনি চ'রে প্লেও, একটু একটু হুধ আমার দিও ।

মন্নথ । কি ক'রে বাগালে খুড়ো ?

মধু । সে করা গেছে এক বকম, কিন্তু বোবাক থ্যাঙ্ক ইউ গুলো আমার দিও না—কুড়িখানেক তোমার ইচ্ছে খুড়ীর জন্তে

রেখো, সে যদি অমন ব্রজমোহনের বাড়ীর কেলেবার নাপ্তিনী
না সাজতো, তা' হলে অর্কেক কাজ হ'তো না ।

মন্মথ । তোমার জিনিসগুলো পেয়েছ ?

মধু । র'সো বাবা—এখনও জাঁকড়ে আছে ; বিস্তর কাজ বাকি,
দক্ষিণাস্ত হ'য়ে গেলে সব তোমায় খুলে ব'লব । এখন পেছ
ডেক না, চল্লম ।

[প্রস্থান ।

মন্মথ । আর তো কুস্তলার কোন ওজোর নেই, এতদিনে আমার
মনস্বামনা শূন্য হ'ল ! চল চল—এইবার বাড়ীতে গিয়ে ব'সবো ;
বিষন্ন-আশয় নরোত্তম-দাদা দেখবে, আমি আপনি প'ড়বো—
কুস্তলাকে পড়াবো—ঘরে ব'সে রাত দিন চ'খে চ'খে—মুখে
মুখে—বুকে বুকে থাকবো, আড়াল হ'ব না, আড়াল ক'রব
না । গাড়ী ঠিক ক'রেই কুস্তলার বাড়ী ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

কুন্তলার কক্ষ ।

কুন্তলা ।

কুন্ত । (পুস্তক পাঠ করিতে করিতে)

আমার খুকুরাণী সোণামণি আয় তো কোলে ভাই ।

বুকে খুয়ে মুখখানি হোর সদাই দেখতে চাই ॥

অমন মধুর মুখে মধুর হাসি কোথায় আছে কা'র ।

টান্দা মামা ঢেলে গেছে সুধা যত তা'র ॥

অমন নরম নরম বাধো বাধো আধ কথাগুলি ।

কোথা থেকে শিখে এলি বোনটা বল শুনি ॥

তোরে দেখলে পরে হরষ ভবে হৃদয় ভেসে যায় ।

রাখি তোরে বুকে ক'রে আয় রে খুকু আয় ॥

বই পড়া—খেলেনা-পুতুলেরই আদর করা ! সাধ তো মেটাতে

হবে, আমার এতেই সাধ মিটুক, আসলে তো কিছু হবে না !

ছেলেবেলায় রূপকণায় শুনেছিলেম,—“বাবামামা,” তা আমার

সতিহই চ'য়েছে বাবামামা । মন্থণ—ছিঁ ছিঁ ! মাষ্টারমশাই

বাই ব'লুন, আমার এই বইখানি বেশ ভাল লাগে ; নামটাও

যেমনি—বইটীও তেমনি ; গল্প স্বল্প ; কি মিষ্টি নাম ! মাষ্টার

মশাইয়ের সঙ্গে আজ ঝগড়া ক'রব, আমার এমন পত্ত লিখতে

শেখান না কেন ? মেয়েমানুষ যদি লেখাপড়া শেখে, যেন স্বর্ণ-
 কুমারীর মতই শেখে ! দেখ দেখি কেমন লিখেছেন, যেখানটা
 পড়ি সেই খানটাই মিষ্টি । আর মিষ্টি ! যা'র অদৃষ্টে বিষের বৃষ্টি
 —সৃষ্টির সঙ্গে যা'র সম্পর্ক নেই, তা'র কাছে আবার কি
 মিষ্টি ! মন্থথ ? মশায়ের মশায়ের তো আজ খবরই নেই !
 হুঁ—উনি আবার আমার কাছ থেকে টাকা আদায় ক'রবেন !
 আমার সামনেই যার মুখ তুলে কথা কইতে পারেন না—
 আমার মুখের কাছে ক'য়ে আসবেন ! যাক্গে,—আশা ক'লে,
 কেবল নৈরাশ্রের যাতনা বাড়ে বই তো নয় ! নাই বা হ'ল
 বিয়ে, নাহ' বা হ'ল ঘর-সংসার ; সাহেবদের ভেতরে তো
 বিস্তর মেয়ে চিরকুমারী থাকেন, আমিও না হয় তাই থাকবো ।
 তাঁদের ভেতর অনেকে ধর্ম্মকন্ঠে জীবন কাটান ; বেশ—
 আমিও কাশী গিয়ে বাস ক'রবো ।

গীত ।

(আমার) শুধিয়ে গেল ফুলের হাসি,
 ঠোঁটের হাসি হ'ল বাসি ।
 হৃদে বাঁশী আর বাজে না,

ব্যথা বাজে না অসাড় প্রাণে আল্গা ফাঁসী ॥

নিভে গেল ফাঁটার আলো,
 উষার আলো চ'খে কালো,
 হৃদে কালো মেঘ এল ছেয়ে ঘন রাশি রাশি ।
 দুঃখরাশি সহিব না আর হব গিয়ে কাশীবাসী ॥

নেপথ্যে মন্থণ । কুস্তল—কুস্তল—

কুস্ত । এই যে “অকালে উদয়কান্ত নব নীরধর,” ভারি ব্যগ্র যে !

প্রফুল্ল-মুখে মন্থণের প্রবেশ ।

মন্থণ । কুস্তল—কুস্তল—

কুস্ত । মাষ্টার-মশাই নাকি ?

মন্থণ । কুস্তল—কুস্তল—

কুস্ত । বাড়ীতে নেই গো, এখন দেখা হবে না ।

মন্থণ । এই যে আমার কুস্তল !—এই নাও তোমার টাকা আদায়
 ক'রেছি, আমার কুস্তল ! এই দশ হাজার টাকা গুণে নাও ।

কুস্ত । আমার মাষ্টারমশাই, এই নাও তোমার কুস্তল দাঁড়িয়ে,—
 তুমি কিনে নিয়েছ—আদায় ক'রে বুকে নাও !

মন্থণ । কুস্তলা—কুস্তলা—

কুস্ত । তোমার চীনের জুতোর স্খতলা—

মন্থণ । সত্য আমার কুস্তলকে পাব ?

কুস্ত । কেন, টাকার কিছু জালটাল ক'রেছ নাকি—যে আমারও
তা'ই ঠাওরাচ্ছ ?

মন্মথ । কুস্তল ! বিস্তর ফিকিরে মধুখুড়ো তোমার এই টাকা
আদায় ক'রেছে, মধুখুড়োর জন্ত তোমার পেলুম ।

কুস্ত । আচ্ছা, তাঁকে আমার "থ্যাকইউ" না কি বল তোমরা—
তা'ই দিও ।

মন্মথ । এখন তবে চল, গাড়ী দাঁড়িয়ে ।

কুস্ত । সেরিক—এর মধ্যে—হঠাৎ ?

মন্মথ । ছিছি—কুস্তল, এখন আবার ওকি কথা ! তুমি না ব'লে-
ছিলে টাকা আদায় হ'লে তোমার আর কোন আপত্তি থাকবে
না, যা ব'লবে তা'ই ক'রবে ; আমার সঙ্গে চল, এস বিবাহ
ক'রে ছুজনে পরম-সুখে থাকি ।

কুস্ত । তা' কবে হবে ? আর এমনি ভাবে গেলে লোকে কি
ব'লবে ? তোমার আপনার লোকেরাই বা কি মনে ক'রবেন ?

মন্মথ । কুস্তল ! তোমার লজ্জা সম্বন্ধে প্রতি আমার কি কিছু-
মাত্র দৃষ্টি নাই ? আমার কি তুমি বিশ্বাস কর না ? অতি
নিকটে খুৎ ভাল স্থানে আমাদের বিবাহের উদ্দেশ্যে হ'য়ে
আছে, তুমি এলেই দুটা হৃদয় এক হবে ! গাড়ী দাঁড়িয়ে,
তোমার মামা এই বেলা বাড়ী নেই, চল ।

কুস্ত । এই জিনিস পত্রটত্র সব কেলে খাব ?

মন্থ। তোমার কিছুর অভাব থাকবে না, আমি সব দেব;

দেখো, আমার কেমন বৈঠকখানা সাজান ।

কুস্ত। কিন্তু আমি বাড়ীর গিরি হব, তুমি আমার তাঁবে থাকবে ।

মন্থ। সে কথা আবার বল্ছো কুস্তল ! এই দেখ আমি তোমার

পা ছুঁয়ে বল্ছি । (পদতলে পতন ।)

নেপথ্যে দয়া । কুস্তী—ও কুস্তী—

কুস্ত। ওঠ, ওঠ, মামী—মামী—

মন্থ। তা'ই তো ! পড় পড়,—ঐ বইখানাই নাও না ।

কুস্ত। (পুস্তক পাঠ)

“অরুণ মুকুট শিরে, অধরে উষার হাসি ।

পদতলে ফুটে উঠে, শত শত ফুলরাশি ॥

শুভ্র পরিমল বাসে, উৎখলিত তনুখানি ।

শরায় চরণ দান, কবিছে প্রভাত রানী ॥”

দয়া। হাঁলা কুস্তী ?

কুস্ত। মাটারমশাই, শুভ্র পরিমল কি ?—সাদা গন্ধ ?

মন্থ। ওটা কি ভানেন, শুভ্র পরিমল—অর্থাৎ কিবা—শুভ্র—

কুস্ত। গন্ধটা ধপ্ধপে ?

দয়া। কুস্তী, শুভ্রতে পাচ্ছিস্নে ?—বই রাখ ।

কুস্ত। মামী, একটু ধাম, গন্ধর বৃষ্টি আবার রং আছে ?

মন্বথ । তা নয়, তা নয়, তবে কিনা বেশ (Chaste Smell) চেষ্টে
শ্বেল্ ।

কুস্ত । সব বুঝলুম !

দয়া । ও মাষ্টার, কতটা কোথায় গেল ? এত রাত হ'ল—এল না ;
তুমিও তো এখনও বাড়ী যাওনি ।

মন্বথ । কি জানি,—এখনই আস্বেন, যাবেন আর কোথা ?

দয়া । না না, সেই নাগ্বে-মিন্দের সঙ্গে কি পরামর্শ ক'চ্ছিল ।

কুস্ত । মামী, ও-সব কি কথা ? তুমি ঘরে যাও, এখনি আস্বেন,
কোথায় বেড়াতে গেছেন ।

দয়া । না আমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না—আমি বা'র-বাড়ীটা এক-
বার দেখে আসি ।

কুস্ত । টাকা কি ক'রে আদায় ক'ল্লে ?

মন্বথ । সে চের কথা, পরে শুন্বে, এখন চল ;—কুস্তল ! যদি
তুমি আমার ভালবাস—

কুস্ত । যদি ?—বটে !—তবে আমি যাব না, কাশী চ'লে যাই ।

মন্বথ । না না কুস্তল, তুমি আমার ভালবাস, বাস আমি জানি ;
কুস্তল, আর বিলম্ব ক'র না, শীঘ্র এস, আবার হয় তো তোমার
মামী এসে প'ড়বেন ।

কুস্ত । দেখ নাথ—বিয়ের আগে বরকে নাথ ব'লতে আছে গা ?

মন্বথ । আছে—আছে, সব আছে, তুমি যা ব'লবে সব আছে ।

কুস্ত : তবে নাথ, এই পথের ফুল কুড়িয়ে নাও ;—না থাকে তাঁর কুস্তলকে দিয়ে গেছেন, কুস্তল তাঁরই হবে ; কিন্তু এর পরে পায়ে ঠেলেবে না তো ?

মন্নথ । পায়ে ঠেলেবো ?—পায়ে প'ড়ে থাকবো ; আজ চার বৎসর তুমি আমার ইষ্টমন্ত্র হ'য়ে আছ, তা জান ? ও সুইট ! সুইট !
(Oh Sweet Sweet !)

কুস্ত : ওকি গাল দিচ্ছ নাকি ? ইংরিজি ক'রে কি ব'লে ? ওর মানে কি ?

মন্নথ । সুইট কিনা মিষ্ট, সাদা কথায় মিঠে প্রাণও বলা যায় ।

কুস্ত । ওঃ মিঠে প্রাণ—যেমন গোলাপী ধিলা ?

মন্নথ । চল বাড়ী বাই, তা'রপর যত পার ঠাট্টা ক'রো ; গহনা টহনা যা প'রে আছ এখন তা'ই থাক, বিবাহের পর তোমার এখানে আর যা কিছু আছে, তা আইনমত আদায় করবার আমার আধিকার হবে ।

কুস্ত । তা'র জন্ত ভাবছিনি—কিন্তু—কিন্তু—

মন্নথ । আবার কিন্তু কি ?—এখনো কি অবিশ্বাস ক'রছো ?

কুস্তল—প্রাণের কুস্তল !

কুস্ত । কেন ক'রবো না ? ছিলে মাষ্টার—হ'চ্ছে বর, এ সব জোচুরি না ?

নেপথ্যে (শীসের শব্দ)

মন্থ । আর দোবি নয়, আর দেবী নয় চল,—তুমি যাবে না আমার সঙ্গে ?

কুন্ত । তোমার সঙ্গে যাবো না তো কা'র সঙ্গে যা'ব ? আমার আর কে আছে ! মা আমাকে তোমায় সমর্পণ ক'রে গেছেন ; মাষ্টার হ'য়ে এসে তুমি নিজের আমার মন কেড়ে নিয়েছ, এ সংসারে কি তোমাছাড়া আমি সুখী হ'তে পারি ? তোমায় আমি এত দিন বাগানি, কিন্তু যে দিন তোমায় প্রথমে দেখিছি, সেই দিনই আমি তোমায় চিনিছি ; সখক হবার পর নৈশাটাতে আমি লুকিয়ে তোমায় দেখেছিলুম, তুমি তা জানতে না; যেথায় বল যাবি, চল—কিন্তু এই অহুরাগ যেন বরাবর থাকে ।

মন্থ । জুষ্ট ।—এতদিন এ সকল কথা লুকিয়ে রেখে আমার পুড়িয়েছ ? এস—এই যে হৃদয়ে নিলুম, চিতায় এর বিচ্ছেদ হবে !

কুন্ত । এই হবে ছিলুম—এই সাজ সাজা—চা'র বন্দর !—আজ তোদের কাছে বিদায় নিলুম ! চল নাথ ।

মন্থ । আমার প্রাণের প্রাণ এস ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

উদ্ধান ।

দয়া ও ইচ্ছা ।

দয়া । বলিস্ কি—ওলো বলিস্ কি ? জাত গেল, কুণ গেল, ধন্য
গেল, লজ্জা গেল !

ইচ্ছে । মা, আপনার লোক ভাবো—যত্ন কর, ভালবাস, তাই
ব'লেত এলুম, নইলে কি এ কথা বলতে হয় !

দয়া । এঁ্যা পালিয়ে গেল ! মাষ্টারটার সঙ্গে পালিয়ে গেল ! কুলে
কালি প'ড়লো ! আমরা মেরে-মানুষ, টাকা কমে তা আমা-
দেরও ঠাচ্ছে, কিন্তু এক কপুটে রে বাপু ! পেটে থাকে না,
মেষের বে দেবে না !

ইচ্ছে । হ্যাঁ মা, কত কি তোমার কথাও শোনেন না ? তুমি
ব'লে ক'য়ে কি ধন্য-কন্য করতে পার না ?

দয়া । ওরে বাছা, আমার কথা শুনলে আর ভাবনা ছিল কি !
!ঃ ! ছিঃ ! ছিঃ !

ইচ্ছে । তা মা আমি চল্লুম, আর কি কার ; বাড়ীতে ছোটো ভাড়াটে
থাকে, মা-খুড়ী ব'লে ডাকে, তাদের তো যত্ন ক'ন্তে হবে—
চ'ল্লুম ।

[প্রস্থান ।

দয়্য। ইচ্ছে-মাগীতো পাড়া-জাগানে, এখনই এ কথা হাটে
বাজারে বাধু হবে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কি কলঙ্ক! কি কল
পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরো। এই যে মা এখানেই র'য়েছন, আমি সারা বাড়ীটে
এলেম।

দয়্য। আপনি যে এখন?—এত রাত্রে কি কাজ?

পুরো। আর কাজ বাছা, আমি সব জানি।

দয়্য। এটা এই কথা!—ঘরের কেলেঙ্কার! আপনি সব জান?

পুরো। আমার কি অগোচর কিছু আছে! আমি হ'লেম পুরোহিত
পুরার ভেতর যা হয়, আমি শুটু ক'রে টেনে বার কর।

দয়্য। বাবা--বাবা তুমি তো জেনেছ, আর কা'কেও প্রক'
ক'বে ন; আমি বৈশিথ-সংকান্তিতে তোমায় লুকিয়ে
পার চাল ভাল দেব।

পুরো। এই চালডাল তুমি যত পার অপহরণ ক'রো, তবে চা-
টুরি ক'রো না। আমার পিতাপিতামহগণ তোমাদের

থেকে অনেক পেয়েছন; তোমার স্বামী একটু কা
করেন ন'লে কি আমি বংশপরম্পরাগত উপকার ভুলে যাব

দয়্য। জ্যাঠা-ঠাকুর, এখনকার উপায় কি? মিন্সের দোষে
বংশে কলঙ্ক র'টলো, মেয়েটা ঘর থেকে পালিয়ে গেল
বদনাম চাক্বো কি ক'রে?

পুরো। বাছা, আমি তাই ব'লতেই এসেছি, কোন চিন্তা ক'রো না ; ঐ যে তোমাদের মাষ্টার ছিল মন্থখ-বাবু, ওরই ডাক-নাম "ভুবো" ; তোমার নন্দ ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, সে যোগাৎ যোগ্যেন যুজ্যয়েৎ হ'য়েছে ; আমারই বাটীতে সমস্ত বিবাহের আয়োজন হ'য়েছে, কনিষ্ঠ ভায়া আমার মন্ত্রপাঠ ক'বাচ্ছেন, এতক্ষণ বোধ হয় কাৰ্য্য সমাধা হ'ল। তোমার মন্থখ খুব যোগাড়ে, তোমার ভায়ীর এক জ্ঞাতিকে আনিয়েছেন, তিনিই সম্প্রদান ক'চ্ছেন।

দয়া। এ্যা! কুস্তীর বিয়ে হ'য়ে গেল ! সে যে ~~ক'লো~~লোছিল, তা'র মা'র টাকা না পেলে বিয়ে ক'র্বে না, অমনি খামকা খামকাট এই কাজ ক'ল্পে ?

পুরো। খামকা নয়, বিবাহের দক্ষিণা স্বরূপ আমার একশত টাকা প্রদান ক'রেছে ;--আরও একশত টাকা—

দয়া। একশো !—একশো !—চশো টাকা তুমি নিয়েছ ? হতভাগী বেটা এই গয়না টয়না বেচে বুঝি এই কাজ ক'চ্ছে !—টাকা-শুনো বরবাদ দিচ্ছে !

পুরো। আর এই হাজার টাকার নোট তোমায় দিয়েছে, ব'লেছে তা'র মানা না টের পায় ; তুমি তোমার যখন যা খরচ কর ক'রো।

দয়া। এ্যা—আমায় হাজার টাকা ! দাও—দাও—আচ্চা বেঁচে

থাক্, বেঁচে থাক্ ; কুন্তল আমার প্রাতঃবাক্যে বেঁচে থাক্ !
 হাতের নোয়া সিঁথের সিঁড়র ক্ষয় ঘেন না হয় !
 পুরো । তবে বাছা আমি চল্লম ; মোদাত্ মেজাজ ঠাণ্ডা রেখ,
 কর্তা একটা কীতি ক'রে আস্ছে ।

[প্রস্থান ।

দয়া । কি—কি—সে কি ! মিন্‌সে তো এত রাত্তির অবধি
 কোথাও থাকে না,—বাহরে কোণায় গেল আজ ?
 নেপথ্যে মধু ।—আ ও, আ ও, আ ও ।
 নেপথ্যে হল ।—ওরে সর্কনাশ ক'লে, সর্কনাশ ক'লে, তের চোদ্দ
 হাজার রে, তের চোদ্দ হাজার !
 দয়া । ঐ তো তার গলা ।

চিত্র বিচিত্রিত-বদন ও গলরজ্জ্ব হলধরকে

টার্নিয়া মধুখুড়োর প্রবেশ ।

মধু । চুপ্ চুপ্ বেটা ।

হল । ওরে তের চোদ্দ হাজার রে তের চোদ্দ হাজার ।

দয়া । ও মুখপোড়া, এঁকি চেহারা!—কে এমন ক'রে দিলে ?
 উছহ মদের গন্ধ বেরুচ্ছে যে !

হল । ওরে শালা হারামজাদী, আমার তের চোদ্দ হাজার টাকা
 গেল ! তের চোদ্দ হাজার রে ! তের চোদ্দ হাজার !

দয়্য। গেছে বেশ হ'য়েছে—বেশ শিক্কে পেয়েছ! কিপ্লিনের
 ধন তো অর্মান ক'রেই যায়। আবার মুখে রং দিলে কে ?
 মধু। মাসী, কর্তার ব্রজদাসের বিধবার টোপী হ'তে ইচ্ছে হ'য়েছিল,
 এক ব্যাটা নাপুতেকে ঘটক ক'রেছিলেন; সে সতীলক্ষ্মী—
 তা'কে পাবে কেন!—নাপুত্রে বেটা একটা বাজারে মেয়ে-
 মানুষ নিয়ে গিয়ে মদ খাচ্ছে এই চিত্তির বিচিত্র ক'রে
 গলাধ দাড়ি লাগিয়ে বেধে ফেলে গেছিলো, আমি হঠাৎ সেখানে
 গিয়ে এই মূর্ত্তি দেখতে পাই, তা'ই গাড়া ক'রে বাড়া
 আনলুম।

হল। তের চোদ্দ হাজার রে। তের চোদ্দ হাজার!

দয়্য। দূর মুপপোড়া, কথা কহতে লজ্জা হ'চ্ছে না! এদিকে
 বাড়ীতে কি হ'য়েছে জানে? ভায়ী যে মাষ্টারের সঙ্গে পালিধে
 গেছে - বুঝেছ, সেই-ই বুঝি কাঁকি দিয়ে আপনার টাকা
 আদায় ক'রে নিয়েছে।

হল। এ্যা এ্যা—তবে কি সন্ন্যাসী বেটা জোচ্চোর! সেই তো
 দশ হাজার টাকা নে গেল আমার কাছ থেকে, সোণা ক'রে
 দেবে ব'লে। ওরে শালারা সবাই জোচ্চোর, সবাই
 জোচ্চোর! ডাকাত বেটারা, চোর বেটারা, আমার সব লুটে
 নিলে! আমি ট্যাঁকে দাড়ি দিয়ে ম'রবো।

মধু। কুপণশ্রু ধনং হরে, বহি পৃথী তস্বরে—বুঝলে? ঐ দেখ

পাড়ার মেয়েগুলো পর্যাস্ত তোমার মুখে চূণ-কালী দিতে
আসছে ।

হল । তের চোদ হাজার রে—তের চোদ হাজার !

দম্বা । আবার ভাগ্নী—আবার ভাগ্নী ! দূর দূর, গলায় দড়ি !
গলায় দড়ি !

মহিলাগণের প্রবেশ ও গীত ।

আহা মুখখানি কি চমৎকার ।

(আবার) রং চংয়েতে খুলে গেছে বেহদ্দ বাহার ॥

মরি জাগ্রত কি নাম,

সকাল বেলা নিলে হয় উপোসের আরাম,

(চড়ালে) বোকনে ফাটে ভিজ়ে কাঠে,

ধর্ম্ম কর্ম্ম ছারেখার ॥

কপালে এত ধন পেলে,

তবু পেট পূরে না খেলে,

ভিখিরি এলে দিতে ঘাড় ধরে ঠেলে,—

